স্বালা-তে মুবাশ্‌শির

۞۞۞

নামাযের গুরুত্ব

নামায চক্ষুশীতলকারী ইবাদতের এক বাগিচা। যাতে মুসলিম আল্লাহর ধ্যানে তন্ময় হয়ে তাঁর সান্নিধ্য চায়, তার নিকট আকুল প্রার্থনা জানায়। নামায বিপদের সাহায্য মুমিনের হৃদয়ে প্রদীপ্ত নূর এবং মহাপ্রলয় দিবসে আলোক বর্তিকা, দলীল ও মোক্ষ। নামায পাপীর (ছোট পাপ) মোচন করে, অন্তরের ব্যাধি দূর করে, অশ্লীল, নোংরা ও মন্দ কাজ হতে মুসলিমকে বিরত রাখে। এই নামাযের মাঝে ইসলামী ঐক্য এবং সাম্য প্রস্ফুটিত হয়।

নামায ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। নামায যে ত্যাগ করে সে কাফের, মতান্তরে ফাসেক। কিয়ামতে সর্বাগ্রে যে বিষয়ে মুসলিমকে কৈফিয়ত দিতে হবে তা হচ্ছে নামায।

এ নামায তার জন্য, যে মুসলিম। যার কালেমা, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'-এর উপর পুর্ণ ঈমান ও আমল আছে। যে জানে আল্লাহ ্ ছাড়া কোন স্রষ্টা, বিধায়ক ও বিশ্ব-পরিচালক নেই। তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং নামে-গুণে তিনি অনুপম ইত্যাদি। যে মানে যে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রেরিত রসুল ও অনুগত দাস। আর এর সাথে আল্লাহ ও তদীয় রসুলের যাবতীয় বাণী ও খবরকে বিশ্বাস করে ও সত্য জানে। আল্লাহ ও তাঁর রসুল যা আদেশ করেন, তাই পালন করে, যা নিষেধ করেছেন, তা পরিত্যাগ করে এবং যার নির্দেশ করেন না, তাতে নিজের তরফ থেকে অতিরঞ্জন ও বাড়তি করে না। আল্লাহ ছাড়া সমস্ত তাগূতকে অস্বীকার করে এবং নবী ﷺ ছাড়া অন্য কাউকে আদর্শ ও অনুকরণীয় মনে করে না। এই তো সেই মুসলিম, যে শুদ্ধচিত্ত ও আলোক-প্রাপ্ত।

সুস্থ মস্তিষ্ক সাবালক মুসলিম যখন মহান আল্লাহর মহা উপাসনা নামায আদায় করার ইচ্ছা করে, তখন তার পূর্বে তার জন্য কয়েকটি বিষয় জরুরী হয়।

শারীরিক অপবিত্রতা

সঙ্গম, বীর্যপাত, ঋতু ইত্যাদি থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করবে, বাঁ হাত দিয়ে গুপ্তাঙ্গাদি ধুয়ে মনে মনে গোসলের নিয়ত করে 'বিসমিল্লাহ' বলে সম্পূর্ণ ওযু করবে। তারপর মাথায় তিনবার পানি ঢেলে নেবে এবং সমস্ত শরীর ভালরূপে ধুয়ে নেবে। *(বুখারী + মুসলিম, মিশকাত ৪৩৫নং)*

নামাযের পূর্বে প্রস্রাব-পায়খানার চাপ থাকলে (অথবা পানাহার উপস্থিত থাকলে) সেরে নেবে। *(বুখারী + মুসলিম, ইবনে আবী শাইবাহ ১২/১১০/২, আবূ দাউদ ৮৮, ৮৯, ৯১, সহীহুল জামে' ৭৫০৯নং)*

ওযুর নিয়ম

অন্তরে ওযুর নিয়ত করে 'বিসমিল্লাহ' বলে তিনবার দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নেবে। তারপর তিনবার কুল্লী করবে, এরপর নাকে তিনবার পানি নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে নাক ঝাড়বে। অতঃপর মুখমন্ডল (এক কান থেকে অপর কানের মধ্যবর্তী এবং কপালের চুলের গোড়া থেকে দাড়ির নীচে পর্যন্ত অঙ্গ) তিনবার ধৌত করবে। উত্তমরূপে দাড়ি খেলাল করবে। তারপর প্রথমে ডান হাত আঙ্গুলের ডগা থেকে কনুই পর্যন্ত এবং তদনুরূপ বাঁ হাত তিনবার ধোবে। তারপর একবার মাথা মাসাহ্ করবে; দুই হাত ভিজিয়ে আঙ্গুলগুলিকে মুখোমুখি করে মাথার শুরু (যেখান থেকে চুল গজানো শুরু হয়েছে সেখান) থেকে শেষ (গর্দান, যেখানে চুল শেষ হয়েছে সেখানে) পর্যন্ত স্পর্শ করে ফিরাবে। অতঃপর একবার দুই কান মাসাহ্ করবে; তর্জনী দিয়ে কানের অভ্যন্তর এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কানের বাহির দিক মাসাহ্ করবে। এবং সর্বশেষে প্রথমে ডান পা আঙ্গুলের ডগা থেকে গাঁট পর্যন্ত ও তদনুরূপ বাম পা তিনবার ধৌত করবে। *(বুখারী + মুসলিম, প্রমুখ, মিশকাত ৩৯৪নং)*

ওযুর দুআ

ওযুর শেষে এই দুআ পড়বে

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

اَللّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

উচ্চারণঃ আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ। আল্লা-হুম্মাজ্‌আলনী মিনাত্‌তাওয়া-বীনা অজ্‌আলনী মিনাল মুতাত্বাহহিরীন।

অর্থঃ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও প্রেরিত দূত (রসূল)। *(মুঃ ১/২০৯, তিরমিযী, ইরওয়াউল গালীল ৯৬নং, মিশকাত ২৮৯নং)*

হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। *(সহীহ তিরমিযী ৪৮-নং, সহীহ ইবনে মাজাহ ৪৭০নং)*

এই দুআ ওযুর পর পড়লে জান্নাতের আটটি দরজা পাঠকারীর জন্য খোলা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, গোসলের ওযুতেও নামায হয়ে যাবে।

মাসাহ্

ওযুর কোন অঙ্গে কাটা বা ঘা থাকলে পটি বেঁধে মাসাহ করবে। ওযু করে পায়ে মোজা পরে থাকলে তার উপর (গৃহে অবস্থানকারী হলে অযু ভাঙ্গার পর থেকে ২৪ ঘণ্টা) মাসাহ্ করতে পারবে; দুই হাত পানি দিয়ে ভিজিয়ে ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের পাতার উপর দিক এবং বাম হাত দিয়ে বাম পায়ের উপর দিক (আঙ্গুলের ডগা থেকে গাঁট পর্যন্ত) মাসাহ্ করবে। *(মুসলিম, মিশকাত ৫১৭, ৫১৮-নং, ফাতাওয়াল মাসহি আলাল খুফ্‌ফাইন, ইবনে উষাইমীন)*

তায়াম্মুম

ওযু গোসলের জন্য অতিরিক্ত পানি না পাওয়া গেলে বা ব্যবহার করা ক্ষতিকারক হলে অথবা ব্যবহার করতে সক্ষম না হলে গোসল ও ওযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করে নেবে। তায়াম্মুমের নিয়ত করে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে দুই হাতের চেটো মাটির উপর মারবে। অতঃপর তুলে তার উপর ফুঁক দিয়ে অতিরিক্ত ধুলো-বালি উড়িয়ে দিয়ে প্রথমে মুখমন্ডলের উপর এবং পরে দুই হাতের উপর কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করে নেবে। *(সূরা নিসা ৪৩ আয়াত, সূরা মায়েদাহ ৬ আয়াত, বুখারী + মুসলিম, মিশকাত ৫২৮নং)*

দেহ, পরিধেয় বস্ত্র ও নামাযের স্থান

দেহ, পরিধেয় বস্ত্র ও নামাযের স্থান থেকে সর্বপ্রকার অপবিত্র জিনিস দূর করে নেবে।

পরিধেয় বস্ত্র

পুরুষ দুই স্কন্ধ থেকে হাঁটুর নীচে পর্যন্ত এবং নারী মুখমন্ডল ছাড়া সারা দেহ ইসলামী লেবাস দিয়ে আবৃত করে নেবে। মহিলাদের কামিসের উপর চাদর জরুরী। *(সহীহ আবূ দাউদ ৬৪৮, মিশকাত ৭৬২, সহীহুল জামে' ৭৭৪৭, ইরওয়াউল গালীল ১৯৬নং)* পুরুষের দেহের ঊর্ধ্বাংশের কাপড় সংকীর্ণ হলে মাথা ঢাকতে গিয়ে যেন পেট-পিঠ বাহির না করে রাখে। প্রকাশ যে, নামায পুরুষের জন্য মাথা ঢাকা জরুরী নয়। সৌন্দর্যের জন্য টুপী, রুমাল বা পাগড়ি ব্যবহার করা উত্তম। *(ফিকহুস সুন্নাহ, উর্দু ১২৩পৃঃ, ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ১/৩৮৯)*

নারীর লেবাসের শর্তাবলী

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে শরীয়তের সভ্য দৃষ্টিতে মহিলাদের লেবাসে ৮টি শর্ত রয়েছে ঃ

(১) লেবাস যেন সর্বশরীরকে আচ্ছাদিত করে। এর মাঝে যেন কোথাও কোন অঙ্গ (যেমন শাড়ী পরলে পেট-পিঠ ইত্যাদি) প্রকাশ না থাকে।

(২) তা যেন সৌন্দর্যময় ও দৃষ্টিআকর্ষী না হয় (গায়র মাহরামের সামনে)।

(৩) এমন পাতলা না হয়, যাতে ভিতরের চামড়া নজরে আসে।
(৪) এমন আঁট-সাঁট না হয়, যাতে দেহের উঁচু-নীচু ব্যক্ত হয়।
(৫) যেন সুগন্ধিত না হয়।
(৬) কাফের নারীদের লেবাসের অনুকৃত না হয়।
(৭) পুরুষদের লেবাসের অনুরূপ না হয়।
(৮) যেন জাঁকজমকপূর্ণ না হয়।

পুরুষের লেবাসের শর্তাবলী

পুরুষদের জন্যও কয়েকটি শর্ত রয়েছে ঃ

(১) লেবাস যেন কাঁধ থেকে হাঁটুর নীচে (অর্ধ জঙ্ঘা) পর্যন্ত আচ্ছাদিত করে এবং পায়ের গাঁটের নীচে না পৌছে। আবার এর মাঝে যেন কোন অঙ্গ প্রকাশ না থাকে।

(২) এমন পাতলা না হয়, যাতে ভিতরের (নাভির নীচে থেকে হাঁটু পর্যন্ত) চামড়া নজরে আসে।

(৩) এমন আঁট-সাঁট না হয়, যাতে দেহের উঁচু-নীচু ব্যক্ত হয়।

(৪) কাফেরদের লেবাসের অনুকৃত না হয়।

(৫) মহিলাদের লেবাসের অনুরূপ না হয়।

(৬) যেন জাঁকজমক পূর্ণ না হয়।

(৭) রেশম বা সোনার জরী বসানো না হয়। *(আদাফুয যিফাফ, আলবানী, উক্ত শর্তাবলী হাদীস থেকে গৃহীত, 'সালাতে মুবাশ্‌শির' আসল দ্রষ্টব্য)*

(৮) যেন জাফরানী রঙের বা হলুদ রঙের না হয়। *(মুসলিম, মিশকাত ৪৩২৭নং)*

নামাযের সময়

নামাযের সময় হলে নামাযী নামাযের প্রস্তুতি নেবে। ঊষা উদয় হলে (সূর্যোদয় পর্যন্ত) ফজরের, সূর্য ঢলে গেলে যোহরের, প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ দীর্ঘ হলে আসরের, সূর্য অস্ত গেলে মাগরেবের এবং সূর্যাস্তের পর লাল আভা অদৃশ্য হওয়া থেকে (অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত) এশার নামায পড়বে। *(মুসলিম, মিশকাত ৫৮১, ৫৮২নং)*

নামাযের নিষিদ্ধ কাল

ঠিক সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় এবং ঠিক মস্তকের উপর যখন সূর্য থাকে, তখন নামায পড়া নিষিদ্ধ। *(বুখারী + মুসলিম, মিশকাত ১০৩৯, ১০৪০নং)* অবশ্য জুমআর নফলাদি পড়া চলে। *(বুখারী + মুসলিম, মিশকাত ১৩৮৪নং)* আসর ও ফজরের নামাযের পর নফল পড়া নিষিদ্ধ। *(বুখারী + মুসলিম, মিশকাত ১০৪১নং)* অবশ্য ফজরের পূর্বে ছুটে যাওয়া দুই রাকআত সুন্নত পরে আদায় করতে পারে। *(সহীহ আবূ দাউদ ১১২৮, সহীহ তিরমিযী৩৪৩নং)*

নামাযের রাকআত-সংখ্যা

ফযরের সময়-পূর্বে ২ রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ও পরে ২ রাকআত ফরয। যোহরের সময়-পূর্বে (এক অথবা ২ সালামে) ৪ অথবা ২ রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ও ৪ রাকআত ফরয এবং পরে ২+২=৪ অথবা ২ রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। আসরের সময় ৪ রাকআত ফরয। পূর্বে ২ অথবা ২+২=৪ রাকআত সুন্নাত। মাগরেবের সময় ৩ রাকআত ফরয এবং পরে ২ রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ এবং পূর্বে (চাইলে) ২ রাকআত সুন্নাত। *(বুখারী + মুসলিম, মিশকাত ১১৬৫নং)* এশার সময় ৪ রাকআত ফরয, পরে ২ রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ এবং বিতর ১, ৩, ৫, ৭ বা ৯ রাকআত। *(দেখুন ঃ মিশকাত ১১৫৯ ও তার পরবর্তী নং, ১২৫৪ ও তার পরবর্তী নং)* জুমআর পূর্বে কোন নির্দিষ্ট সুন্নত নেই। তাহিয়্যাতুল মসজিদ ২ রাকআত পড়ে ইচ্ছামত নফল পড়তে পারে। *(বুখারী + মুসলিম, মিশকাত ১৩৮১, ১৩৮২, ১৪১১নং)* ফরয ২ রাকআত ও পরে ২+২=৪ রাকআত মসজিদ অথবা ২ রাকআত বাড়িতে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পড়তে হয়। *(বুখারী + মুসলিম, মিশকাত ১১৬১, ১১৬৬নং)*

বিবিধ নামায

এ ছাড়া যে কোন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে ২ রাকআত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, *(বুখারী+মুসলিম, মিশকাত ৭০৪নং)* প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝে নফল, *(বুখারী + মুসলিম, মিশকাত ৬৬২নং)* ঈদ, তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, চাশ্ত, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নামায ইত্যাদি রয়েছে, যা ফরয না হলেও এর দ্বারা মুসলিম আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে।

নামাযে কেবলামুখী হওয়া

দেহ সহ কেবলামুখে সোজা দন্ডায়মান হবে। *(বুখারী + মুসলিম, মিশকাত ৭৯০, ইরওয়াউল গালীল ২৮৯নং)* পুরো নামাযে কেবলা-মুখ সম্ভব হলে গাড়ীতে বা প্লেন আদিতে ফরয নামায সিদ্ধ হবে। অবশ্য বৈধ সময় অতিক্রমের ভয় থাকলে পড়ে নেবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ৫/১৯০, ১৫/৭৭)* নামাযের শুরুতে কেবলামুখ হয়ে পড়ে অন্য মুখ হলেও তখন কোন ক্ষতি হবে না। সাধ্যমত কেবলার দিকে ফিরে যাবে। *(বুখারী + মুসলিম, মিশকাত ১৩৪০নং, সূরা বাক্বারাহ ১১৫ আয়াত)*

নামাযের স্থান

ইমাম অথবা একাকী নামাযী ফাঁকা জায়গায় নামায পড়লে সামনে কিছুর সুতরাহ (অন্তরাল-গন্ডী) রেখে নেবে। *(ইবনে খুযাইমাহ ১/৯৩/১)* কবরের প্রতি সম্মুখ করে দাঁড়াবে না। *(মুসলিম, আবূ দাউদ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০১৬নং)* সম্মুখে কোন দৃষ্টি আকর্ষক বস্তু থাকলে, তা দূর করে দেবে। *(বুখারী + মুসলিম, ইরওয়াউল গালীল ৩৭৬নং)*

জামাআতে নামায

বিনা ওজরে জামাআত ছেড়ে বাড়িতে নামায হয় না। হলেও (জামাআত ছাড়ার জন্য) গোনাহগার হয়। জামাআতে শামিল হয়ে নামায আদায় করা ওয়াজেব। *(বুখারী + মুসলিম, মিশকাত ১০৫৩, ১০৫৪, আবূ দাউদ, দারাকুত্বনী, মিশকাত ১০৬৮, ১০৭৭নং)*

কাতারে দাঁড়ানোর নিয়ম

জামাআতে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়াবে। *(বুখারী ৭২৫, সহীহ আবূ দাউদ ৬৭২, মিশকাত ১১০২নং)* এখানে কারও প্রতি কারও বেয়াদবী নেই। সকলেই সেই এক মহান প্রভুর দাস। কাতার সোজা করবে। প্রথম কাতারের ডান দিকে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে। *(মুসলিম, আহমাদ, নাসাঈ, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ১৮৪০, সহীহ ইবনে মাজাহ*

৮২৪, মিশকাত ৯৪৭নং) একামত হলে জবাব দেবে। 'ক্বাদ ক্বা-মাতিস স্বালাহ'-এর জবাবে 'আক্বা-মাহাল্লা-হু অআদা-মাহা' বলবে না। কারণ এ -সম্পর্কে হাদীসটি দুর্বল। *(ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ২৪১নং)*

নামাযের নিয়ত

অতঃপর যে নামায পড়বে মনে মনে তার নিয়ত বা সংকল্প করে নেবে। আরবীতে বাঁধা-গড়া নিয়ত বা নিজ ভাষায় কোন নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা বা আওড়ানো বিদ্‌আত। *(সালাসু রাসাইল ফিস্‌সালাহ ৩পৃঃ, মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ২৪/৬৪)*

নামাযে মনোনিবেশ

এর পর অতি বিনয় সহকারে, একাগ্রচিত্তে, আদবের সাথে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ লোক প্রদর্শন বা কোন স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে নয়), বিশুদ্ধ ও একনিষ্ঠ হৃদয়ে, রসুলুল্লাহ ﷺ-এর তরীকা অনুযায়ী, পার্থিব সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে নামাযের প্রতি মনোনিবেশ করবে।

তকবীরে তাহরিমা

অতঃপর তাহরীমার তকবীর 'আল্লাহু আকবার' (অর্থাৎ, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান) বলে হাত দুটি (খোলা অবস্থায়) কানের উপরি ভাগ অথবা কাঁধ বরাবর উত্তোলন করবে। *(বুখারী, আবূ দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, মিশকাত ৭৯৫, ৮০১নং)* কানের লতি স্পর্শ করবে না। চাদর পরে থাকলে চাদরের ভিতর থেকে হাত দুটি বের করে 'রফ্‌য়ে ইদায়ন' করবে। *(মুসলিম, মিশকাত ৭৯৭নং)* চাদর দ্বারা মুখ ঢেকে রাখবে না *(সহীহ আবূ দাউদ ৫৯৭, সহীহ ইবনে মাজাহ ৭৮৯নং, মুঅত্তা)* এবং চাদরের দুই প্রান্ত দুই কাঁধের উপড় ঝুলিয়ে রাখবে না; বরং কাঁধে জড়িয়ে রাখবে। *(সহীহ আবূ দাউদ ৫৯৭, মিশকাত ৭৬৪নং)*

হস্ত বন্ধন

অতঃপর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর স্থাপন করবে। কখনো বা বাম হাতের চেটোর পিঠের উপর বা কব্জির উপর অথবা প্রকোষ্ঠের (কনুই হতে কব্জি পর্যন্ত হাতের) উপর ডান হাত (ধারণ না করে) রাখবে। *(আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ ১/৫৪/২, ইবনে হিব্বান ৪৮৫নং)* আর কখনো বা ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে বাঁ হাতকে ধারণ করবে। *(নাসাঈ, দারাকুত্বনী, সিফাতু সালাতিন নাবী, আলবানী ৮৮পৃঃ)*

নামাযে দৃষ্টিপাতের স্থান

অতঃপর সেই বিশাল বিশ্বাধিপতির সামনে একান্ত বিনয়ের সাথে নজর ঝুকিয়ে সিজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখবে। *(বাইহাকী, হাকেম, ইরওয়াউল গালীল ৩৫৪নং)* আকাশের প্রতি কখোনই দৃষ্টিপাত করবে না *(বুখারী, আবুদাউদ, মুসলিম, মিশকাত ৯৮৩নং)* এবং আশেপাশে কোন দিকে ও চোখ টেরা করে দেখবে না। *(বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, হাকেম, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৫৫১-৫৫২নং)* মনে মনে এই ধারণা করবে যে সে যেন আল্লাহকে দেখছে। তা সম্ভব না হলে ভাববে যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন। *(ত্বাবারানী, মুসনাদে আহমাদ, সিফাতু সালাতিন্নাবী ৯০পৃঃ)* তবে তার কোনরূপ আকার মনে কল্পনা করবে না। কারণ তাঁর মত কোন কিছুই নেই। *(সূরা শূরা ১১ আয়াত)*

ইস্তিফতাহর দুআ

অতঃপর ইস্তিফ্‌তাহর এই দুআ নিঃশব্দে পাঠ করবে ঃ-

اللّٰـهم بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللّٰهم نَقِنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللّٰهم اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বা-ইদ বাইনী অ বাইনা খাত্বা-য়্যা-য়্যা কামা বা-আত্তা বাইনাল মাশরিক্বি অল মাগরিব, আল্লা-হুম্মা নাক্বিনী মিনাল খাত্বা-য়্যা, কামা য়্যুনাক্বায ষাওবুল আবয়্যাযু মিনাদ্‌ দানাস, আল্লা-হুম্মাগ্‌সিল খাত্বা-য়্যা-য়্যা বিল মা-য়ি অয্‌যালজি অল্‌বারাদ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার মাঝে ও আমার গোনাহসমূহের মাঝে এতটা ব্যবধান রাখ যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে ব্যবধান রেখেছ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে গোনাহসমূহ থেকে পরিষ্কার করে দাও যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহসমূহকে পানি, বরফ ও করকি দ্বারা ধৌত করে দাও। *(বুঃ ৭৪৪, মুঃ ৫৯৮, আদাঃ ৭৮১, নাঃ, দাঃ, আআঃ ২/৯৮, ইমাঃ ৮০৫, আঃ ২/২৩১, ৪৯৪, ইআশাঃ ২৯১৯৯ নং)*

অথবা পড়বে ঃ-

سُبْحَانَكَ اللهم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالى جَدُكَ وَلا إِلَهَ غَيرُكَ.

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা অতাবা-রাকাসমুকা অতাআ'-লা জাদ্দুকা অ লা ইলা-হা গায়রুক।

অর্থঃ- তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার নাম অতি বর্কতময়, তোমার মাহাত্ম্য অতি উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। *(আদাঃ ৭৭৬, তিঃ, ইমাঃ ৮০৬, ত্বাহাবী ১/১১৭, দারাঃ ১১৩, বাঃ ২/৩৪, হাঃ ১/২৩৫, নাঃ, দাঃ, ইআশাঃ)*

অতঃপর বলবে ঃ-

أعوْذُ بِاللهِ السمِيْعِ الْعَلِيْمِ، مِنَ الشيْطَانِ الرجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

উচ্চারণঃ- আঊযু বিল্লা-হিস সামীইল আলীম, মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম, মিন হামযিহী অনাফখিহী অনাফষিহ।

অর্থঃ- আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে তার প্ররোচনা ও ফুৎকার হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আদাঃ ৭৭৫, দারাঃ, তিঃ, হাঃ, ইআশাঃ, ইহিঃ, ইগঃ ৩৪২নং)*

অতঃপর (নিঃশব্দে) 'বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম' (অর্থাৎ আমি পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নাম নিয়ে আরম্ভ করছি।) বলে অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে, অর্থের প্রতি মনোনিবেশ করে, প্রাঞ্জলতার, একটি একটি করে প্রত্যেক আয়াত শেষে থেমে, মিষ্টি সুরে, সূরা ফাতিহা পাঠ করবে ঃ *(আবু দাঊদ, মুসলিম, মালেক, আহমাদ, সিফাতু সালাতিন নাবী ১২৪পৃঃ ও ৯৪ পৃঃ)*

﴿الْحَمْد لِلهِ رَب الْعَالَمِيْنَ، الرحْمنِ الرحِيْم، مَالِكِ يَوْمِ الدْين، إِياكَ نَعْبُد وَإِياكَ نَسْتَعِيْن، اِهْدِنَا الصرَاطَ الْمُسْتَقِيْم، صِرَاطَ الذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضالِّيْن﴾.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল আ'-লামীন। আররাহমা-নির রাহীম। মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন। ইয়্যা-কা না'বুদু অইয়্যা-কা নাস্তাঈন। ইহ্‌দিনাস্ স্বিরা-ত্বাল মুস্তাক্বীম। স্বিরা-ত্বাল্লাযীনা আন্‌আ'মতা আলাইহিম। গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলায্‌ যা-ল্লীন।

অর্থঃ- সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও; তাদের পথ -যাদেরকে তুমি পুরস্কার দান করেছ। তাদের পথ নয় -যারা ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী) এবং যারা পথভ্রষ্ট (খ্রিষ্টান)।

সূরার শেষে বলবে, 'আ-মীন' (অর্থাৎ কবুল কর)। সশব্দে পাঠ করলে সশব্দে টেনে 'আ-মীন' বলবে। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৮৪৫নং, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১০১পৃঃ)* এই সূরা প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকাআতে পাঠ করবে। এ ছাড়া নামায হবে না। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮২২ নং)* মুক্তাদী হলেও সশব্দ অথবা নিঃশব্দের নামাযেও সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ৮৫৪নং)* ইমাম পাঠ করলে তাঁর পিছু-পিছু পাঠ করে শেষে 'অলায্‌যা-ল্লীন' বললে সশব্দে টেনে 'আ-মীন' বলবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮২৫নং)*

দশটি সূরা এবং তার উচ্চারণ ও অনুবাদ

অতঃপর নিঃশব্দে 'বিস মিল্লা-হির রহ মা-নির রাহীম' বলে যে কোন একটি সূরা পাঠ করবে। প্রয়োজন ও সুবিধামত ছোট বা বড় সূরা পাঠ করবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯০নং, মুসনাদে আহমাদ, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১০২পৃঃ)* ফজর, মাগরেব ও এশার নামাযে সূরা ফাতিহাসহ অন্য একটি সূরা সশব্দে এবং বাকী যোহর ও আসরের নামাযে নিঃশব্দে পাঠ করবে।

নিম্নে ১০টি ছোট সূরা উচ্চারণ ও অর্থ সহ লেখা হল। এগুলি এবং অন্যান্য আরো বড় সূরা কুরআন মাজীদ থেকে অথবা কোন ক্বারীর মুখ থেকে শুনে নামাযী শিখে বা মুখস্থ করে নেবে।

(1) সূরা নাস

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلٰهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

উচ্চারণঃ- কুল আউযু বিরব্বিন্ না-স। মালিকিন্ না-স। ইলা-হিন্ না-স। মিন্ শার্রিল অসওয়া-সিল খান্না-স। আল্লাযী ইউওয়াসবিসু ফী সুদূরিন্ না-স। মিনাল জিন্নাতি অন্ না-স।

অর্থঃ- তুমি বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, মানুষের প্রতিপালক, মানুষের অধীশ্বর, মানুষের উপাস্যের কাছে- তার কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হতে, যে সুযোগমত আসে ও (কুমন্ত্রণা দিয়ে) সরে পড়ে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের হৃদয়ে, জিন ও মানুষের মধ্য হতে।

(2) সূরা ফালাক্ব

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)

উচ্চারণঃ- কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক্ব। মিন শার্রি মা খালাক্ব। অমিন শার্রি গা-সিক্বিন ইযা অক্বাব। অমিন শার্রিন্ নাফ্ফা-যা-তি ফিল উক্বাদ। অমিন শার্রি হা-সিদিন ইযা হাসাদ।

অর্থঃ- তুমি বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার প্রভুর নিকট। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। এবং রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। এবং গ্রন্থিতে ফুৎকারকারিণী (যাদুকরী)দের অনিষ্ট হতে। এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে।

(3) সূরা ইখলাস

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ هوَ اللهُ أَحَدٌ (١) اَللهُ الصمَد (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يوْلَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ له كُفُواً أَحَدٌ (٤)

উচ্চারণঃ- কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ। আল্লা-হুস সামাদ। লাম য়্যালিদ, অলাম ইউলাদ। অলাম য়্যাকুল্ লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থঃ- বল, তিনি আল্লাহ একক। আল্লাহ ভরসাস্থল। তিনি জনক নন এবং জাতকও নন। আর তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই।

(4) সূরা লাহাব

بسم الله الرحمن الرحيم

تَبتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَتَب (١) مَا أَغْنى عَنْه مَالُه وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَامْرَأته حَمالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ منْ مسَدٍ (٥)

তাব্বাৎ য়্যাদা আবী লাহাবিঁউ অতাব্ব্। মা আগ্না আনহু মা-লুহু অমা কাসাব। সায়্যাস্বলা না-রান যা-তা লাহাব। অমরাআতুহু হাম্মা-লাতাল হাত্বাব। ফী জীদিহা হাবলুম মিম মাসাদ।

অর্থঃ- ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও উপার্জিত বস্তু তার কোন উপকারে আসবে না। সে প্রবেশ করবে লেলিহান শিখাবিশিষ্ট অগ্নিকুন্ডে। আর তার স্ত্রীও -যে কাঠের বোঝা বহনকারিণী। ওর গলদেশে খেজুর চোকার রশি হবে।

(5) সূরা নাস্বর

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجاً (٢)
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً (٣)

উচ্চারণঃ- ইযা জা-আ নাস্বরুল্লা-হি অল ফাত্হ। অরাআইতান্ না-সা য়্যাদ্খুলূনা ফী দীনিল্লা-হি আফওয়াজা। ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা অস্তাগফিরহু; ইন্নাহু কা-না তাউওয়া-বা।

অর্থঃ- যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। তুমি দেখবে মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল।

(6) সূরা কা-ফিরূন

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ (١) لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ (٢) وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ
(٣) وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ (٥)
لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ (٦)

উচ্চারণঃ- কুল ইয়া আইয়ুহাল কা-ফিরূন। লা- আ'বুদু মা- তা'বুদূন। অলা- আন্তুম আ'-বিদূনা মা- আ'বুদ। অলা- আনা আ'-বিদুম মা আ'বাত্তুম। অলা- আন্তুম আ'-বিদূনা মা- আ'বুদ। লাকুম দীনুকুম অলিয়া দীন।

অর্থঃ- বল, হে কাফেরদল! আমি তার উপাসনা করি না, যার উপাসনা তোমরা কর। তোমরাও তাঁর উপাসক নও, যাঁর উপাসনা আমি করি। আমি তার উপাসক হব না, যার উপাসনা তোমরা কর। আর তোমরাও তাঁর উপাসক নও, যাঁর উপাসনা আমি করি। তোমাদের ধর্ম তোমাদের এবং আমার ধর্ম আমার (কাছে প্রিয়)।

(7) সূরা কাউষার

إنا أعْطيْناكَ الكوْثَرَ (١) فَصَلِ لِرَبكَ وَانْحَرْ (٢) إن شَانِئَكَ هوَ الأبْتر (٣)

উচ্চারণঃ- ইন্না- আ'ত্বাইনা-কাল কাউষার। ফাস্বাল্লি লিরব্বিকা অন্‌হার। ইন্না-শা-নিআকা হুওয়াল আবতার।

অর্থঃ- নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে কাউসার (হওয) দান করেছি। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কুরবানী কর। নিশ্চয় তোমার শত্রুই হল নির্বংশ।

(8) সূরা ক্বুরাইশ

لإيْلافِ قُرَيْشٍ (١) إيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشتَاءِ وَالصيْفِ (٢) فَلْيَعْبدوْا رَب هذَا البَيْتِ (٣) الذِيْ أطعَمَهمْ مِنْ جوْعٍ وآمَنَهمْ منْ خَوْفٍ (٤)

উচ্চারণঃ- লিঈলা-ফি ক্বুরাইশ্‌। ঈলা-ফিহিম রিহ্‌লাতাশ শিতা-ই অস্‌স্বাইফ্‌। ফাল য়্যা'বুদু রাব্বা হা-যাল বাইত্‌। আল্লাযী আত্বআমাহুম মিন জূ'। অআ-মানাহুম মিন খাউফ্‌।

অর্থঃ- যেহেতু কুরাইশের জন্য শীত ও গ্রীষ্মের সফরকে তাদের স্বভাবসুলভ করা হয়েছে, সেহেতু ওরা উপাসনা করুক এই গৃহের রক্ষকের। যিনি ক্ষুধায় ওদেরকে আহার দিয়েছেন এবং ভীতি হতে নিরাপদ করেছেন।

(9) সূরা ফীল

ألمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبكَ بِأصْحَابِ الفِيْلِ (١) ألمْ يَجْعَلْ كَيْدَهمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ (٢) وَأرْسَلَ عَليْهمْ طيْراً أبَابِيْلَ (٣) تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ منْ سِجْيْلٍ (٤) فَجَعَلَهمْ كَعَصْفٍ مأكُوْلٍ (٥)

উচ্চারণঃ- আলাম তারা কাইফা ফাআলা রব্বুকা বিআস্‌হা-বিল ফীল। আলাম য়্যাজ্‌আল্ কাইদাহুম ফী তায্‌লীল। অআরসালা আলাইহিম ত্বাইরান আবা-বিল। তারমীহিম বিহিজারাতিম মিন সিজ্জীল। ফাজাআলাহুম কাআস্বফিম মা'কূল।

অর্থঃ- তুমি কি দেখ নি, তোমার প্রতিপালক হস্তীবাহিনীর সঙ্গে কি করেছিলেন? তিনি কি ওদের কৌশলকে ব্যর্থ করে দেন নি? তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন। যারা ওদের উপর নিক্ষেপ করে কঙ্কর। অতঃপর তিনি ওদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।

(10) সূ্‌রা আস্‌র

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالْعَصْرِ (١) إِن الإِنْسَانَ لَفِيْ خسْرٍ (٢) إِلا الذِيْنَ آمَنوْا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَق وَتَوَاصَوْا بِالصبْرِ (٣)

উচ্চারণঃ- অল্ আস্‌র। ইন্নাল ইনসা-না লাফী খুস্‌র। ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ অআ'মিলুস স্বা-লিহা-তি অতাওয়াস্বাউ বিল হাক্কি অতাওয়াস্বাউ বিস্‌স্বাব্‌র।

অর্থঃ- মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনে সৎকর্ম করেছে এবং একে অপরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।

মুক্তাদীর সুরা পাঠ

মুক্তাদী হলে যোহর ও আসরের নামাযে অন্য সূরা পাঠ করবে। ফজর, মাগরেব ও এশার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করে ইমামের কিরাআত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে, অন্য সূরা পাঠ করবে না। *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ, দারাকুত্বনী, মিশকাত ৮৫৪ নং)*

রুকূর নিয়ম

সূরা পাঠ শেষ হলে একটু থেমে *(আবু দাউদ, হাকেম, সিফাতু সালাতিন নাবী ১২৮পৃঃ)* আল্লাহ্‌র তাযীমের উদ্দেশ্যে দুই হাতকে কান অথবা কাঁধ সমান তুলে 'আল্লাহু আকবার' বলে ঝুঁকে রুকূ করবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫নং)* উভয়

করতল দিয়ে উভয় হাঁটু ধারণ করবে। *(বুখারী, আবু দাউদ, মিশকাত ৭৯২, ৮০২নং)* আঙ্গুলগুলিকে খুলে রাখবে। *(হাকেম, সিফাতু সালাতিন নাবী ১২৯পৃঃ)* কনুই বা বাহু দুটিকে পাঁজর ও পেট থেকে দূরে রাখবে। *(তিরমিযী, ইবনে খুযাইমাহ, মিশকাত ৮০১নং)* পিঠ এবং মাথাকে সোজা ও সমতল রাখবে। *(মিশকাত ৮০১নং, বাইহাক্বী, বুখারী, ইবনে মাজাহ, ত্বাবারানী, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৩০পৃঃ)* যেন পিঠ থেকে মাথা উঁচু বা নীচু না হয় এবং পিঠের মাঝে পানি রাখলে যেন গড়িয়ে না যায়। *(ত্বাবারানী কাবীর ও সাগীর, ইবনে মাজাহ ৮৭২নং)* দৃষ্টিকে সিজদার স্থানেই নিবদ্ধ রাখবে। *(বাইহাক্বী, মিশকাত ৯৯৬নং)*

রুকূর দুআ

অতঃপর প্রশান্ত হয়ে এই তস্‌বীহসমূহের কোন একটি তিন বা ততোধিক বার পাঠ করবেঃ

১। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم

উচ্চারণঃ- সুবহা-না রাব্বিয়াল আযীম।

অর্থঃ- আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

এটি তিনি ৩ বার পাঠ করতেন। *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারাকুত্বনী, ত্বাহাবী, বায্‌যার, ইবনে খুযাইমাহ ৬০৪নং, ত্বাবারানী)*

অবশ্য কোন কোন সময়ে তিনের অধিকবারও পাঠ করতেন। কারণ, কখনো কখনো তাঁর রুকূ ও সিজদাহ কিয়ামের মত দীর্ঘ হত। *(সিফাতু সালাতিন নাবী ১৩২পৃঃ)*

২। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ.

উচ্চারণ- সুবহা-না রাব্বিয়াল আযীম অবিহামদিহ।

অর্থ- আমি আমার মহান প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। ৩ বার। *(আবূ দাউদ ৮৮৫নং, দারাকুত্বনী, আহমাদ, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী)*

৩। سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ.

উচ্চারণঃ- সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি অর্‌রূহ।

অর্থ- অতি নিরঞ্জন, অসীম পবিত্র ফিরিশ্তামন্ডলী ও জিবরীল (আঃ) এর প্রভু (আল্লাহ)। *(মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, মিশকাত ৮৭২ নং)*

৪। سُبْحَانَكَ اللّٰهم رَبَنَا وَ بِحَمْدِكَ اللّٰهم اغْفِرْلِيْ.

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রব্বানা অবিহামদিকা,আল্লা-হুম্মাগ্ ফিরলী।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাকে মাফ কর।

কোন লম্বা নামাযে একই তসবীহ না বলে নামাযী অন্যান্য তসবীহ মিলিয়ে বলতে পারে। *(সিফাতু সালাতিন্নাবী, আলবানী ১৩৪পৃঃ টীকা)* রুকূতে বা সিজদাতে কুরআন মাজীদের কোন আয়াত পাঠ করবে না। *(মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, মিশকাত ৮৭৩নং)* কোন প্রকার তাড়াহুড়া না করে মুরগীর দানা খাওয়ার মত রুকূ-সিজদা করে নামায চুরি করবে না। *(আবু ইয়ালা, বাইহাক্বী, ইবনে খুযাইমাহ, ত্বাবারানী, ইবনে আবী শাইবাহ, হাকেম প্রভৃতি, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৩১পৃঃ)*

অতঃপর প্রশান্তভাবে 'সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ্' (অর্থাৎ, যে ব্যাক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তা শ্রবণ করেন)। এই দুআ বলে রুকূ থেকে মাথা তুলবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯৩নং)* এবং কান বা কাঁধ বরাবর হাত তুলবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯৪, ৭৯৫, ৮০১নং)* সম্পূর্ণরূপে খাড়া হয়ে দাঁড়ানোর পর বলবে ঃ

১। رَبَنَا لَكَ الْحَمْد *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯৩, ৭৯৯নং)*

২। ربنا وَلَكَ الْحَمْد *(বুখারী ৮০৩ নং, প্রমুখ)*

৩। اَللّٰهم رَبَنَا لَكَ الْحَمْد *(বুখারী ৭৯৬, মুসলিম, প্রভৃতি, মিশকাত৮৭৪নং)*

৪। اَللّٰهم رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْد *(বুখারী ৭৯৫নং, মুসলিম, প্রমুখ)*

উচ্চারণঃ- রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ, (অথবা) রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দ, (অথবা) আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ, (অথবা) আল্লাহুম্মা রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দ।

অর্থঃ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই নিমিত্তে যাবতীয় প্রশংসা। (অথবা)

৫। ربنَا وَلَكَ الْحَمْد حَمْدا كَثِيْراً طَيِباً مبَارَكاً فِيْه.

উচ্চারণঃ- রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দু হামদান কাষীরান ত্বাইয়িবাম মুবা-রাকান ফীহ।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা, অগণিত পবিত্রতা ও বর্কতময় প্রশংসা। *(বুখারী ৭৯৮, মালেক ৪৯৪, আবূ দাউদ ৭৭০নং)*

মুক্তাদী হলে 'সামিআল্লা-হ' না বলে ইমামের বলার পর কেবল 'রাব্বানা লাকাল

হাম্‌দ' ইত্যাদি দুআ পাঠ করবে। *(মুসলিম, মিশকাত ৮২৬নং)* অবশ্য উভয় বলাও দোষাবহ নয়।

এই কিয়ামে হাত দুটি পুনরায় পূর্বের মত বুকের উপর রাখবে, না ছেড়ে রাখবে, তার কোন স্পষ্ট নির্দেশ শরীয়তে নেই। *(সিফাতু সালাতিন্নাবী, আলবানী ১৩৮-১৩৯পৃঃ টীকা। আল্লামা আলবানীর নিকট রুকু থেকে উঠে পুনরায় বুকে হাত বাঁধা বিদআত। শায়খ ইবনে বায, ইবনে উষাইমীন প্রভৃতির নিকট এটি সুন্নত।)*

সিজদাহ

অতঃপর বিনতির সাথে আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যাবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯৯নং)* হাঁটুর পূর্বে হাত দুটিকে মাটিতে রাখবে। *(আবু দাউদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত ৮৯৯নং)* (হাঁটুও পূর্বে রাখতে পারে।) *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমী। হাদীসটি যয়ীফ; কিন্তু বহু উলামার মতে হাসান ও আমল যোগ্য। তাই সুবিধামত, হাঁটুও আগে রাখতে পারা যায়। দ্রষ্টব্য ঃ সিফাতু সালাতিন্নাবী, ইবনে বায। ফতহুল গফুর, বিসিহহাতি তাক্বদীমির রুকবাতাইনি কাবলাল ইদ্যায়নি ফিস সুজূদ, আল বাহলাল। মাজাল্লাতুল বহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৫ সংখ্যা ৬৬পৃঃ ও ১৮ সংখ্যা ৮৭পৃঃ)* সাতটি অঙ্গ; নাক সহ কপাল, দুই হাতের চেটো, দুই পায়ের পাতা এবং দুই হাঁটু দ্বারা সিজদারত হবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৮৭নং)* হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলিকে কেবলামুখী করবে। *(বাইহাক্বী, ইবনে আবী শাইবাহ ১/৮২/২, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৪১-১৪২পৃঃ বুখারী, আবু দাউদ)* পায়ের পাতা দুটিকে মিলিতভাবে খাড়া রাখবে। *(মুসলিম ৪৮৬নং, আবু দাউদ ৮৭৯নং, নাসাঈ ১৬৯নং)* করতল ও আঙ্গুলগুলিকে বিছিয়ে রাখবে। *(আবু দাউদ, হাকেম, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৪১পৃঃ)* আঙ্গুলগুলিকে ফাঁক ফাঁক করে না রেখে স্বাভাবিকভাবে মাটির উপর রাখবে। *(ইবনে খুযাইমাহ, বাইহাক্বী, হাকেম, ঐ ১৪১পৃঃ)* হাত দুটিকে কান অথবা কাঁধের সোজা মাটিতে রাখবে। *(আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইরওয়াউল গালীল ৩০৯নং)* কনুইকে মাটি ও পাঁজর বা পেট হতে দূরে খাড়া রাখবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৮৯নং ও ৮৯১নং)* মাটিতে প্রকোষ্ঠ (কনুই হতে কব্জি পর্যন্ত হাত বা হাতের রলা) বিছিয়ে রাখবে না। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৮৮নং)* পেটের সাথে কনুই লাগিয়ে রাখবে না। জড়সড় না হয়ে পিঠকে সোজা রাখবে। নিচের দিকে বাঁকিয়ে বা উপরের দিকে উঠিয়ে কুঁজো করে রাখবে না এবং উরুর স্পর্শ হতে পেটকেও দূরে রাখবে। *(মিশকাত ৮৮৮নং, সিফাতু সালাতিন্নাবী, ইবনে বায ৭পৃঃ)*

সিজদার দুআ

স্থিরতার সাথে সিজদাহ অবস্থায় নিম্নের তসবীহ তিন বা ততোধিকবার পাঠ করবেঃ

১। **سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلى.** (সুবহা-না রাব্বিয়্যাল আ'লা)

অর্থ- আমি আমার মহান প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। *(আবূ দাউদ ৮৮৫নং, দারাকুত্বনী, ত্বাহাবী, বাযযার, ত্বাবারানী)*

কখনো পড়বেঃ

২। **سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلى وَبِحَمْدِهِ.**

উচ্চারণঃ- সুবহা-না রাব্বিয়্যাল আ'লা অবিহামদিহ।

অর্থ- আমি আমার সুমহান প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। ৩ বার। *(আবূ দাউদ ৮৭০নং, আহমাদ, দারাকুত্বনী, বাইহাক্বী ২/৮৬, ত্বাবারানী)*

কখনো পড়বেঃ

৩। **سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ.**

উচ্চারণঃ- সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি অর্‌রূহ।

অর্থঃ- অতি নিরঞ্জন, অসীম পবিত্র ফিরিশ্তামন্ডলী ও জিবরীল (আঃ) এর প্রভু (আল্লাহ)। *(মুসলিম, মিশকাত ৮৭২নং)*

কখনো বা পড়বেঃ

৪। **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي.**

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রব্বানা অবিহামদিকা,আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ কর। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৭১নং)*

দীর্ঘ নামাযে উপরোক্ত একাধিক তসবীহ একত্রে মিলিয়ে পড়তে পারে নামাযী। *(সিফাতু সালাতিন্নাবী, আলবানী ১৩৪পৃঃ)*

সিজদাহ অবস্থায় বান্দাহ অধিক অধিক আল্লাহর নিকটবর্তী হয়। তাই এতে অনেক অনেক দুআ করতে বলা হয়েছে। *(মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, বাইহাক্বী, মিশকাত ৮৯৪নং)* দুআর জন্য রুকূর ৩নং তসবীহ এবং নিম্নের এই দুআ পঠনীয়ঃ

৫। **اَللّٰهم اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّه وَ دِقَّه وَجِلَّـه وَ أَوَّلَـه وَآخِـرَه وَعَلَانِيَتَه وَسِرَّه.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী যামবী কুল্লাহ, অদিক্কাহু অজিল্লাহ, অ আউওয়ালাহু অ আ-খিরাহ, অ আলা-নিয়্যাতাহু অসির্রাহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার কম ও বেশী, পূর্বের ও পরের, প্রকাশিত ও গুপ্ত সকল প্রকার গোনাহকে মাফ করে দাও। *(মুসলিম ৪৮৩নং, আবু আওয়ানাহ, মিশকাত ৮৯২নং)*

কুরআন মাজীদের তেলাঅতের সিজদায় এই দুআ পাঠ করবেঃ

سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

উচ্চারণঃ- সাজাদা অজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু অশাক্কা সামআহু অবাস্বারাহু বিহাউলিহী অক্বুউওয়াতিহ।

অর্থঃ- আমার মুখমন্ডল তাঁর জন্য সিজদাবনত হল যিনি ওকে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতায় ওর চক্ষু ও কর্ণকে উদ্‌গত করেছেন। *(আহমাদ ৬/৩০, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, হাকেম, মিশকাত ১০৩৫, সহীহ তারগীব ৪৭৪নং)*

তাহাজ্জুদের নামাজের সিজদায় পড়বেঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهم وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلا أَنتَ.

উচ্চারণঃ- সুবহা-কাল্লা-হুম্মা অ বিহামদিকা লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, তুমি ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই। *(মুসলিম ৪৮৫, আবু আওয়ানাহ, নাসাঈ, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৪৭পৃঃ)*

অথবাঃ

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

উচ্চারণঃ- সুবহা-না যিল জাবারূতি অল মালাকূতি অল কিবরিয়া-ই অল আযামাহ।

অর্থঃ- আমি প্রবলতা, সার্বভৌমত্ব, গর্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী (আল্লাহর) পবিত্রতা ঘোষণা করি। *(আবু দাউদ, নাসাঈ)*

অথবাঃ

اَللّٰهم اغْفِرْ لِيْ مَا أَسْرَرْت وَمَا أَعْلَنت.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী মা আসরারতু অমা আ'লানতু।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমার অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও। *(ইবনে আবী শাইবাহ ৬২/১১২/১, নাসাঈ ১০৭৬, হাকেম, ঐ ১৪৭পৃঃ)*

অথবা দুআ কুনুতের এই দুআটি পাঠ করবেঃ

اَللّٰهم إِنِيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمعَافَاتِكَ مِنْ عقُوْبَتِكَ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنتَ كَمَا أَثْنَيتَ عَلى نَفْسِكَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিরিযা-কা মিন সাখাত্বিক, অবিমুআফা-তিকা মিন উক্বূবাতিক, অ আঊযু বিকা মিন্‌কা লা উহ্‌স্বী যানা-আন আলাইকা আন্তা কামা আযনাইতা আলা নাফসিক্‌।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার সন্তুষ্টির অসীলায় তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার ক্ষমাশীলতার অসীলায় তোমার শাস্তি থেকে এবং তোমার সত্তার অসীলায় তোমার আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার উপর তোমার প্রশংসা গুনে শেষ করতে পারি না, যেমন তুমি নিজের প্রশংসা নিজে করেছ। *(সহীহ নাসাঈ ১০৫৩, ইবনে মাজাহ ৩৮৪১নং, মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, ইবনে আবী শাইবাহ ১২/১০৬/২)*

অতঃপর 'আল্লা-হু আকবার' বলে ধীরতার সাথে সিজদাহ থেকে মাথা তুলবে। বাঁ পায়ের পাতা বিছিয়ে তার তলদেশের উপর বাঁ পাছা রেখে বসবে। *(আবু দাঊদ, মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, ইরওয়াউল গালীল ৩১৬নং)* ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে *(বুখারী, বাইহাক্বী, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৫১পৃঃ)* এবং এর আঙ্গুলগুলিকে কেবলামুখী করে নেবে। *(নাসাঈ, ঐ ১৫১পৃঃ)* এমন সোজা হয়ে বসবে যাতে প্রত্যেক অস্থি তার নিজ জোড়ে স্থির হয়ে যায়। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯০-৭৯১, আবু দাঊদ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত ৮০১নং)*

দুই সিজদার মাঝে দুআ

এ সময় হাত দুটিকে ঊরু ও জানুদ্বয়ের উপরে রাখবে এবং (নিঃশব্দে) এই দুআ পড়বেঃ

اَللّٰهم اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ (وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ) وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزقْنِيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী অরহামনী (অজবুরনী অরফা'নী) অহদিনী অ আ-ফিনী অরযুক্বনী।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, (আমার প্রয়োজন মিটাও, আমাকে উঁচু কর), পথ দেখাও, নিরাপত্তা দাও এবং জীবিকা দান কর। *(আবু দাউদ ৮৫০, তিরমিযী ২৮৪, ইবনে মাজাহ ৮৯৮, হাকেম, মিশকাত ৯০০নং, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৫৩পৃঃ)*

কোন কোন বর্ণনায় উক্ত দুআর শুরুতে 'আল্লাহুম্মা'র পরিবর্তে 'রাব্বি' ব্যবহার হয়েছে। *(ইবনে মাজাহ ৮৯৮ নং)*

কখনো বা পড়বে ঃ

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ. (রাব্বিগফিরলী, রাব্বিগফিরলী)

অর্থ- হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর, হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর। *(আবু দাউদ ৮৭৪, সহীহ ইবনে মাজাহ ৭৩১নং, ইরওয়াউল গালীল ৩৩৫নং)*

অতঃপর পুনরায় পূর্বের ন্যায় 'আল্লা-হু আকবার' বলে দ্বিতীয় বার সিজদায় যাবে এবং পূর্বোক্ত তসবীহাদি পাঠ করবে। অতঃপর 'আল্লা-হু আকবার' বলে সুস্থিরভাবে সিজদাহ থেকে উঠে পুনরায় পূর্বের মত বসবে, যেন প্রত্যেক হাড় নিজের জায়গায় বসে যায়। *(বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, দারেমী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৮০১নং)*

সিজদা থেকে ওঠা

এক্ষণে কোন দুআ নেই। হালকা বসে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য করতল দ্বারা মাটির উপর ভর দিয়ে, *(বুখারী ৮২৪ নং, তামামুল মিন্নাহ ১৯৬পৃঃ)* খমীর সানার মত মুসাল্লার উপর ভর দিয়ে, *(আবু ইসহাক হারবী, তামামুল মিন্নাহ ১৯৬পৃঃ)* (মতান্তরে) জানুর উপর ভর দিয়ে উঠে দন্ডায়মান হবে। *(আবু দাউদ ৮৩৯ নং, হাদীসটি যয়ীফ, অনেকের নিকট হাসান আমল যোগ্য। দেখুন, সিফাতু সালাতিন্নাবী ইবনে বায ৮-৯পৃঃ, মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ১৫/৬৬, ১৮/৮৭)*

দ্বিতীয় রাকআত

পূর্বের রাকআতের ন্যায় বক্ষঃস্থলে হস্তদ্বয় যথানিয়মে স্থাপন করে 'বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহিম' বলে সূরা ফাতিহা সহ অন্য একটি সূরা পাঠ করবে। তবে এ স্থলে উঠার পর হস্তোত্তলন করবে না এবং দুআ ইস্তেফতাহও পড়বে না। *(মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৫৫পৃঃ)* বাকী আমল প্রথম রাকআতের মতই করবে। অবশ্য এ রাকআত প্রথম রাকআতের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ছোট হবে।

(বুখারী, মুসলিম, ঐ ১১২, ১৫৫পৃঃ)

তাশাহ্‌হুদ

দ্বিতীয় রাকআতের দুই সিজদা করার পর পূর্বের ন্যায় বসে যাবে। অর্থাৎ বাঁ পায়ের পাতার উপর বাঁ পাছা রেখে বসবে। ডান পায়ের পাতা খাড়া রেখে আঙ্গুলগুলিকে কেবলা-মুখী করে নেবে এবং ডান হাত ডান জানু ও বাঁ হাত বাঁ জানুর উপর রাখবে। *(আবু দাঊদ, বাইহাক্বী, মিশকাত ৮০১নং)* ডান হাতের আঙ্গুলগুলিকে বন্ধ রেখে কেবল তর্জনী (শাহাদাৎ) আঙ্গুল খুলে রাখবে ও তদ্দ্বারা (তওহীদ বা) কেবলার দিকে ইশারা করবে এবং দৃষ্টি আঙ্গুলের উপর রাখবে। *(মুসলিম, মিশকাত ৯০৬-৯০৭, আহমাদ, মিশকাত ৯১৭নং, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৫৮পৃঃ)* কখনো বা ডান হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুল দুটি বন্ধ রেখে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলিকে মিলিয়ে গোলাকার বালার মত বানিয়ে তর্জনী হিলিয়ে (তওহীদের প্রতি) ইশারা করবে। *(মুসলিম, মিশকাত ৯০৮, আবু দাউদ, দারেমী, মিশকাত ৯১১নং)*

অতঃপর তাশাহ্‌হুদের দুআ পাঠ করবে ঃ-

তাশাহ্‌হুদের দুআ

اَلتحِيات لِلهِ وَالصلَوات وَالطيبَات، اَلسلام عَلَيْكَ أيهَا النبِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاته، اَلسلام عَلَيْنا وَعَلى عِبَادِ اللهِ الصالِحِيْنَ، أَشْهَد أَنْ لاَ إِلهَ إلا اللهُ وَأَشْهَد أُن محَمداً عَبْده وَرَسوْله.

উচ্চারণঃ- আত্‌-তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি অস্বস্বালা-ওয়া-তু অত্বত্বাইয়্যিবা-তু, আসসালা-মু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু অরাহমাতুল্লা-হি অবারাকা-তুহ, আসসালা-মু আলাইনা অ আলা ইবা-দিল্লা-হিস্ব স্বা-লিহীন, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ।

অর্থঃ- মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর নিমিত্তে। হে নবী! আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বর্কত বর্ষণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণের উপর সালাম বর্ষণ হোক। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে,

আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষি দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর দাস ও প্রেরিত রসূল। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯০৯নং)*

প্রকাশ যে, 'আস-সালামু আলান নাবিয়্যে' বলাও সাহাবা কর্তৃক প্রমাণিত আছে। *(মুসনাদে সিরাজ ৯/১/২, ফাওয়ায়েদ ১১/৫৪/১, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৬১-১৬২পৃঃ, মিশকাত তাহকীক আলবানী ১/২৮৬)*

দরূদ

اَللّٰهم صَل عَلى محَمدٍ وعَلى آلِ محَمدٍ كمَا صَلَّيتَ عَلى إبْرَاهِيْمَ وَعَلى آلِ إبْرَاهِيْمَ إنكَ حَمِيْدٌ مَجِيْد، اَللّٰهم بَارِكْ عَلى محَمدٍ وعَلى آلِ محَمدٍ كمَا بَارَكْتَ عَلى إبْرَاهِيْمَ وَعَلى آلِ إبْرَاهِيْمَ إنكَ حَمِيْدٌ مجِيْدٌ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা স্বাল্লাইতা আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অ আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি হযরত মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত।

হে আল্লাহ! তুমি হযরত মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ কর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯১৯ নং)*

দুআ মা-সূরাহ্‌

اَللّٰهم إني أعوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنمَ وَأعوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأعوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدجالِ وَ أعوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيا وَ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম, অ আউযু বিকা মিন আযা-বিল ক্বাব্‌র, অ আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্‌ দাজ্জা-ল, অ

আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহয়্যা অ ফিতনাতিল মামা-ত।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, কানা দাজ্জাল, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৩৯, ৯৪০, ৯৪১নং)*

প্রকাশ থাকে যে, নামাযের শেষ বৈঠকে উক্ত চার প্রকার আযাব ও ফিত্না থেকে পানাহ্ চাওয়া, বহু উলামার নিকট ওয়াজেব। *(সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৮২পৃঃ দ্রষ্টব্য)*

অবশ্য এর পরে আরও অন্যান্য দুআ মা-সূরাহ্ পড়ে মোনাজাত করা যায়। *(মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, নাসাঈ, ইবনুল জারূদ ২৭নং, ইরওয়াউল গালীল ৩৫০নং)* যেমন ঃ-

১। **اَللّهم إني أعوْذُ بكَ مِنَ الْمَأثم وَ مِنَ الْمَغْرَم.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল মা'ষামি অ মিনাল মাগরাম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পাপ ও ঋণ হতে পানাহ চাচ্ছি। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৩৯নং)*

২। **اَللّهم إني أعوْذُ بكَ مِنْ شَر مَا عَمِلت وَمِنْ شَر مَـا لَـمْ أعْمَلْ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন শার্রি মা আমিলতু অ মিন শার্রি মা লাম আ'মাল।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার কৃত (পাপের) অনিষ্ট হতে এবং অকৃত (পুণ্যের) মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(নাসাঈ ১৩০৬, ইবনে আবী আসেম ৩৭০নং)*

৩। **اَللّهم حَاسِبْنِيْ حِسَاباً يسِيْراً.**

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা হা-সিবনী হিসা-বাঁই য়্যাসীরা।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার সহজ হিসাব গ্রহণ করো। *(আহমাদ ৬/৪৮, হাকেম, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৮৪নং)*

৪। **اللّهم إنيْ ظَلَمْت نَفْسِيْ ظُلْماً كَثِيْراً ولاَ يَغْفِر الذنوْبَ إلا أنتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً منْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إنكَ أنتَ الغَفُوْر الرحِيْم.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরাঁউ অলা য়্যাগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা ফাগ্‌ফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা অরহামনী ইন্নাকা আন্তাল

গাফূরুর রাহীম।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক অত্যাচার করেছি এবং তুমি ভিন্ন অন্য কেহ গোনাহসমূহ মাফ করতে পারেনা। অতএব তোমার তরফ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৪২নং)*

৫। **اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা অ আউযু বিকা মিনান্না-র।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট জান্নাত চাচ্ছি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আবু দাউদ, সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩২৮, ইবনে খুযাইমাহ ১/৮৭/১)*

৬। **اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ক্বিনী আযা-বাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবা-দাক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে সেদিনকার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো। *(মুসলিম, মিশকাত ৯৪৭নং)*

৭। **اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আইন্নী আলা যিক্‌রিকা অশুকরিকা অহুসনি ইবা-দাতিক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার যিক্‌র (স্মরণ), শুক্‌র (কৃতজ্ঞতা) এবং সুন্দর ইবাদত করতে সাহায্য দান কর। *(আহমাদ ৫/২৪৪, ২৪৫, ২৪৭, আবূ দাউদ, নাসাঈ ১৩০২নং, মিশকাত ৯৪৮নং)*

৮। **اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْقَبْرِ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বুখলি অ আউযু বিকা মিনাল জুবনি অ আউযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুরি অ আউযু বিকা মিন ফিতনাতিদ্দুন্‌য়্যা অ আযা-বিল ক্বাব্‌র।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট কার্পণ্য ও ভীরুতা থেকে পানাহ চাচ্ছি, স্থবিরতার বয়সে কবলিত হওয়া থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আর দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। *(বুখারী, মিশকাত ৯৬৪নং)*

৯। **اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্‌খারতু অমা আসরারতু অমা আ'লানতু অমা আসরাফতু অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুক্বাদ্দিমু অ আন্তাল মুআখ্‌খিরু লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত্।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মার্জনা কর, যে অপরাধ আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি, যা অতিরিক্ত করেছি এবং যা তুমি অধিক জান। তুমি আদি তুমিই অন্ত। তুমি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। *(মুসলিম ৭৭১নং, আবূ আওয়ানাহ)*

এ ছাড়া এর সাথে 'রাব্বানা আ-তিনা' ইত্যাদি অন্যান্য সহীহ মুনাজাতের দুআও পড়তে পারা যায়। *(নাসাঈ, আহমাদ, ত্বাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১৪২, সিলসিলাহ সাহীহাহ ৮৭৮নং, মুসলিম আবু আওয়ানাহ, নাসাঈ, জারূদ ২৭নং, ইরওয়াউল গালীল ৩৫০নং)* আর এটাই হচ্ছে সঠিক মুনাজাতের স্থান।

((উপর্যুক্ত হাদীসসমূহে এ কথাই প্রমাণিত যে, মুনাজাত সালাম ফিরার পূর্বেই হবে। যেমন, নবী ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কেউ শেষ তাশাহহুদ থেকে ফারেগ হবে তখন যেন সে আল্লাহর নিকট চার বস্তু থেকে আশ্রয় চেয়ে নেয়------ অতঃপর নিজের জন্য ইচ্ছামত দুআ করে।" *(ইরওয়াউল গালীল ৩৫০নং)*

তিনি আরো বলেন, "যখন তোমরা প্রত্যেক দু রাকআতে বসবে তখন আত্তাহিয়্যাতু--- বলার পর পছন্দমত দুআ করবে।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৭৮নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মসঊদ ﷺ বলেন, আমি নামায পড়ছিলাম, নবী ﷺ, আবু বকর ও উমার পাশেই ছিলেন। যখন বসলাম তখন আল্লাহর প্রশংসা, নবীর উপর দরূদ পড়ার পর নিজের জন্য দুআ করতে লাগলাম। নবী ﷺ বললেন, "চাও তোমাকে দেওয়া হবে, চাও তোমাকে দেওয়া হবে।" *(সহীহ তিরমিযী ৪৮৬, মিশকাত ৯৩১নং)*

ফাযালাহ বিন উবাইদ বলেন, "একদা রসূল ﷺ বসেছিলেন, এই সময় এক ব্যক্তি (মসজিদ) প্রবেশ করে নামায পড়ল এবং বলল, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর। নবী ﷺ বললেন, "তুমি জলদি করলে নামাযী! যখন নামায পড়বে ও

(তাশাহহুদে) বসবে, তখন আল্লাহর উপযুক্ত প্রশংসা কর এবং আমার উপর দরূদ পাঠ কর অতঃপর দুআ কর।"

অতঃপর আর এক ব্যক্তি নামায পড়ল এবং আল্লাহর প্রশংসা ও নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করল। তখন নবী ﷺ বললেন, হে (নামায রত) নামাযী ! দুআ কর কবুল হবে।" *(সহীহ তিরমিযী ২৭৬৫ নং, মিশকাত ৯৩০নং)*

পক্ষান্তরে রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, গ্রহণযোগ্য দুআ কোনটি? তিনি জবাবে বললেন, "শেষ রাত্রির গভীরে এবং ফরয নামাযের পশ্চাতে (বা শেষাংশে)।" *(সহীহ তিরমিযী ২৭৮২, মিশকাত ৯৬৮নং)*

এই পশ্চাৎ বা শেষাংশ নামাযের সালাম ফিরার পূর্বের অংশ। কারণ, সালাম ফিরার পূর্বের দুআ ও মুনাজাত করার তাকীদ পূর্বোক্ত হাদীসসমূহে আমরা লক্ষ্য করেছি। তা ছাড়া সালাম ফিরার পরে তসবীহ ও যিক্‌র আদি প্রমাণিত। *(বুখারী ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪নং দ্রষ্টব্য)*

ফজরের নামাযে সালাম ফিরার পর মাত্র একটি প্রার্থনামূলক দুআর প্রমাণ রয়েছে। তাও হাত তুলে নয়। সুতরাং নবী ﷺ নির্দেশ মতে সঠিক মুনাজাতের স্থান সালাম ফিরার পূর্বেই। আর সালাম ফিরার পর তিনি তো কেবল "আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম---" বলে আর বসতেন না। *(মুসলিম, মিশকাত ৯৬০নং)*

মোট কথা, মুনাজাতের সঠিক স্থান হল, সালাম ফিরার আগে; সালাম ফিরার পরে নয়। *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ আসল সালাতে মুবাশ্‌শির ২য় খন্ড ১৪১-১৪৯পৃঃ))*

দুআ মাসূরাহ্‌র পর

নামাযের দুই রাকআত বিশিষ্ট হলে আত্-তাহিয়্যাতু, দরূদ ও দুআ মাসূরাহ আদি পাঠ করে সালাম ফিরবে। তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট হলে কেবল আত্-তাহিয়্যাতু পড়ে তৃতীয় রাকআতের জন্য 'আল্লাহু আকবার' বলে পূর্বের নিয়মে উঠে দন্ডায়মান হবে।

প্রকাশ যে, প্রথম বৈঠকেও দরূদ পড়া যায়। *(মুসলিম, আবু আওয়ানাহ ২/৩২৪, নাসাঈ, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৬০-১৬৫পৃঃ, তামামুল মিন্নাহ ২২৪পৃঃ)*

অতঃপর নামাযী দুই হাতকে কাঁধ বা কান বরাবর তুলে বুকে স্থাপন করে 'বিসমিল্লা- হির রাহমা-নির রাহীম' বলে নিঃশব্দে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং রুকূ করে অন্যান্য আমল শেষ করবে। তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা

ফাতিহার পর অন্য সূরা লাগাবে না। অবশ্য কখনো কখনো অন্য একটি করে সূরা মিলিয়ে পড়তেও পারে। *(বুখারী, মুসলিম, সিফাতু সালাতিন নাবী ১১৩ ও ১৭৮পৃঃ)* যেমন প্রথম দুই রাকআতে ফাতিহার পর অন্য সূরা লাগানো জরুরী নয়।

অতঃপর তৃতীয় রাকআত শেষ হলে মাগরেবের নামাযে তাশাহ্হুদ ও দরূদ-দুআ পাঠ করে সালাম ফিরবে। নচেৎ দ্বিতীয় সিজদা করার পর হাল্কা একটু বসে চতুর্থ রাকআতের জন্য যথানিয়মে উঠে দাঁড়াবে এবং পূর্বের মতই হাত বুকে বেঁধে অন্যান্য আমলসহ এই রাকআতও সুসম্পন্ন করবে। শেষ সিজদার পর (তৃতীয় বা চতুর্থ রাকআতবিশিষ্ট নামাযে) এমনভাবে বসবে যাতে বাম পাছা মাটির উপর থাকে এবং বাম পায়ের পাতাকে ডান পায়ের জঙ্ঘার (রলার) নিচের দিকে বিছিয়ে দেবে। *(বুখারী, মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, আবু দাউদ, বাইহাক্বী, মিশকাত ৮০১নং)* ডান পায়ের পাতাকে খাড়া। রেখে আঙ্গুলগুলিকে কেবলামুখী করবে। বাম হাটুকে বাম করতলের গ্রাস বানাবে এবং ডান হাতের প্রকোষ্ঠ (রলা)কে ডান জঙ্ঘার (পায়ের রলার) উপর না রেখে উরুর উপর রাখবে। *(আবু দাউদ, নাসাঈ, সিফাতু সালাতিন নাবী ১৫৭পৃঃ, মুসলিম আবু আওয়ানাহ, ঐ ১৮১পৃঃ)* আঙ্গুল ও দৃষ্টিকে যথানিয়মে রেখে ইশারা করা ও হিলাবার সাথে সাথে তাশাহ্হুদ, দরূদ ও দুআ আদি পাঠ করবে এবং সবশেষে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলবে,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

'আস্‌সালা-মু আলাইকুম অরাহমাতুল্লা-হ।'

অর্থাৎ, তোমাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক।

অতঃপর বাঁ দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুরূপ বলে সালাম ফিরবে। *(মুসলিম, মিশকাত ৯৪৩নং, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত ৯৫০নং)* কখনো-কখনো এর সাথে 'অ বারাকা-তুহ্'ও যোগ করবে। *(আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ ১/৮৭/২, মুসান্নাফ আব্দুর রায্‌যাক্ব ২/২১৯, আবু ইয়ালা ৩/১২/৫২, ত্বাবারানী, দারাকুত্বনী, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৮৭পৃঃ)* আবার বাঁ দিকে সালাম ফিরায় কেবল 'আস্‌সালা-মু আলাইকুম' বলাও যথেষ্ট হবে। *(নাসাঈ, আহমাদ, সিরাজ ঐ ১৮৮পৃঃ)*

এই সালাম ফিরার সাথে সাথেই নামায শেষ হয়ে যায়। প্রকাশ যে, মহিলারাও পুরুষদের মতই একই পদ্ধতিতে নামায আদায় করবে। *(ইবনে আবী শাইবাহ ১/৭৫/২, ঐ ১৮৯পৃঃ)*

ফরয নামাযের সালাম ফিরার পর যিকর

অতঃপর সশব্দে 'আল্লা-হু আকবার' বলে *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত ৯৫৯নং)*

১। **أَسْتَغْفِرُ الله** আস্তাগফিরুল্লাহ, (অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) ৩বার বলবে।

২। **اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَام.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালা-মু অমিন্‌কাস সালা-মু তাবা-রাকতা ইয়া যাল জালা-লি অল ইকরা-ম।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি শান্তি (সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র) এবং তোমার নিকট থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময় হে মহিমময়, মহানুভব! *(মুসলিম ১/৪১৪, মিশকাত ৯৬০, ৯৬১নং)*

অতঃপর ইমাম হলে কখনো বা ডান দিকে, *(মুসলিম,মিশকাত ৯৪৫নং)* কখনো বা বাম দিকে মুক্তাদীদের প্রতি ঘুরে বসবেন। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৪৬ নং)* আর একাকী বা মুক্তাদী হলে কেবলামুখে বসেই নিম্নের যিক্‌র ও অযীফাহ পাঠ করবে ঃ-

৩। **لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.**

উচ্চারণঃ- " লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৬২নং)*

৪। **اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা লা মা-নিয়া লিমা আ'ত্বাইতা, অলা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দ্।

অর্থ- হে আল্লাহ্! তুমি যা দান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৬২ নং)*

৫। **لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.**

উচ্চারণঃ- লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইলা বিল্লা-হ।

অর্থঃ- আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার শক্তি নেই।

৬। **لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.**

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অলা না'বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু লাহুন্নি'মাতু অলাহুল ফায়্বলু অলাহুস সানা-উল হাসান, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিস্বীনা লাহুদ্দীনা অলাউ কারিহাল কা-ফিরূন।

অর্থঃ- আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। তাঁর ছাড়া আমরা আর কারো ইবাদত করিনা, তাঁরই যাবতীয় সম্পদ, তাঁরই যাবতীয় অনুগ্রহ, এবং তাঁরই যাবতীয় সুপ্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই উপাসনা করি, যদিও কাফেরদল তা অপছন্দ করে। *(মুসলিম, মিশকাত ৯৬৩নং)*

৭। **سُبْحَانَ اللهِ** সুবহা-নাল্লাহ। অর্থাৎ, আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। ৩৩ বার। **اَلْحَمْدُ للهِ** আলহামদু লিল্লা-হ। অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্তে। ৩৩ বার। **اَللهُ أَكْبَرُ** আল্লা-হু আকবার। অর্থাৎ আল্লাহ সর্বমহান। ৩৩ বার।

আর ১০০ পূরণ করার জন্য উপরোক্ত ৩নং দুআ একবার পঠনীয়। এগুলি পাঠ করলে সমুদ্রের ফেনা বরাবর পাপ হলেও মাফ হয়ে যায়। *(আহমাদ ২/৩৭১, মুসলিম ১/৪১৮, মিশকাত ৯৬৭নং)*

প্রকাশ যে, তসবীহ গণনায় বাম হাত বা তসবীহ মালা ব্যবহার না করে কেবল ডান হাত ব্যবহার করাই বিধেয়। *(সহীহুল জামে' ৪৮৬৫নং)*

৮। সুরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস ১ বার করে। *(আবু দাউদ২/৮৬, সহীহ তিরমিযী ১/৮, নাসাঈ ৩/৬৮)*

৯। ((اَللهُ لاَ إِلَهَ إِلا هوَ الْحَي الْقَيْوم، لاَ تَأخُذُه سِنَةٌ ولاَ نَوْمٌ، لَه مَا فِي السمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الذِيْ يَشْفَع عِنْدَه إِلا بِإذْنِه يَعْلَم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهمْ وَلاَ يحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ منْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيه السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، وَلاَ يَؤُوْده حِفْظُهمَا وَهوَ الْعَلِي الْعَظِيْم.))

উচ্চারণঃ- আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ূম। লা তা’খুযুহু সিনাতুঁউ অলা নাউম। লাহু মা ফিস্ সামাওয়াতি অমা ফিল আরয্। মান যাল্লাযী য়্যাশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহ। য়্যা’লামু মা বাইনা আইদীহিম অমা খালফাহুম। অলা য়ুহীতূনা বিশাইয়িম মিন ইলমিহী ইল্লা বিমা শা-আ। অসিআ কুরসিয়ুহুস সামাওয়াতি অল আরয্। অলা য়্যাউদুহু হিফযুহুমা অহুয়াল আলীয়ুল আযীম।

প্রত্যেক নামাযের পর এই আয়াত পাঠ করলে মৃত্যু ছাড়া জান্নাত যাওয়ার পথে পাঠকারীর জন্য আর কোন বাধা থাকে না। *(সহীহুল জামে’ ৫/৩৩৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৭২নং)*

অর্থঃ- আল্লাহ তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত আছেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত। আর সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সুউচ্চ, মহামহিম। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*

১০। لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ- আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক

নেই। সমস্ত রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই, তিনি জীবিত করেন, তিনিই মরণ দান করেন এবং তিনি সর্বোপরি শক্তিমান।

এটি ফজর ও মাগরিবের নামাযে সালাম ফিরার পর দশবার পড়লে দশটি নেকী লাভ হবে, দশটি গোনাহ ঝরবে, দশটি মর্যাদা বাড়বে, চারটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব লাভ হবে এবং শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে। *(সহীহ তারগীব ২৬২- ২৬৩ পৃঃ)*

১১- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْماً نَّافِعاً وَّرِزْقاً طَيِّباً وَّعَمَلاً مُّتَقَبَّلاً.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান না-ফিআঁউ অ রিযক্বান ত্বাইয়িবাঁউ অ আমালাম মুতাক্বাব্বালা।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ফলদায়ক শিক্ষা, হালাল জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।

ফজরের নামাযের পর এটি পঠনীয়। *(সইমাঃ ১/ ১৫২, ত্বাবা সাগীর, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/ ১১১)*

১২- لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু বিয়্যাদিহিল খাইরু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ- আল্লাহ ভিন্ন কেউ সত্য মা'বুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব এবং তাঁরই নিমিত্তে সকল প্রশংসা। তিনিই জীবন দান করেন ও তিনিই মরণ দেন। তাঁর হাতেই সকল মঙ্গল। আর তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাবান।

এটি ফজরের নামাযের পর পা ঘুরিয়ে বসার পূর্বে ১০০ বার পড়লে পৃথিবীর মধ্যে ঐ দিনে সেই ব্যক্তিই অধিক উত্তম আমলকারী বলে গণ্য হবে। *(সহীহ তারগীব ২৬২-২৬৩ পৃঃ)*

এরপর সম্ভব হলে সুন্নত আদি পড়বে। *(মুসলিম ৮৮৩, মিশকাত ১১৮৬নং)* অথবা সুন্নত না থাকলে কার্যান্তরে গমন করবে। প্রকাশ যে, সুন্নত ও নফল নামায স্বগৃহে পড়াটাই উত্তম। *(বুখারী ৭৩১, মুসলিম ৭৮১নং, আবু দাউদ তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ১১৮২নং)*

ফরয নামাযের পর হাত তুলে জামাআতী মোনাজাত বিদ্‌আত। অবশ্য নফল নামাযের পর একাকী হাত তুলে কখনো কখনো দুআ করায় কোন বাধা নেই। তবে নফল নামাযের পরেও হাত তুলে দুআ করার প্রমাণ কোন হাদীসে নেই। তবে হাত তুলে দুআ করা মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়ে সাধারণ হাদীসসমূহের উপর আমল করে, অভ্যাসগতভাবে জরুরী না ভেবে, আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়ে কখনো কখনো হাত

তুলে দুআ করা যায়। *(মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ১৭/৫৫, ২০/১৪৭, ২৪/৭০, ৯২)*

বিতরের নামায

বিতর (বিজোড়) নামায ৯, ৭, ৫, ৩ বা ১ রাকআত পড়া যায়। ৯ বা ৭ রাকআত বিতর পড়তে চাইলে একটানা ৮ বা ৬ রাকআত পরে বসে তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়বে। তারপর উঠে আরও ১ রাকআত পড়ে ৯ বা ৭ পূর্ণ করে বসে তাশাহ্হুদ দরূদ ও দুআ পড়ে সালাম ফিরবে। *(মুসলিম, মিশকাত ১২৫৭নং)* ৫ রাকআত পড়তে চাইলে কোন রাকআতে না বসে একটানা পাঁচ রাকআতই পড়ে সালাম ফিরবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২৫৬ নং)* তদনুরূপ ৩ রাকআত একটানা পড়ে সালাম ফিরবে। *(হাকেম ১/৩০৪, বাইহাক্বী ৩/২৮, ৩/৩১)* তিন রাকআত বিতর মাগরেবের নামাযের মত (মাঝে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ে) পড়বে না। *(ইবনে হিব্বান ২৪২০, হাকেম ১/৩০৪, বাইহাকী ৩/৩১, দারাকুত্বনী ১৬৩৪নং)* আবার চাইলে দুই রাকআত পরে 'আত্তাহিয়্যাতু', দরূদ ও দুআ পড়ে সালাম ফিরে পুনরায় এক রাকআত পৃথক করে পড়ে মোট তিন রাকআত বিতর পড়তে পারে। *(বুখারী ৯৯১নং)*

এই নামায এশার পর অথবা তাহাজ্জুদের পর ফজর উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পড়া চলে। তিন রাকআত বিতর পড়লে প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কা-ফিরূন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়া উত্তম। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ১২৬৯ নং)*

এই নামাযে সালাম ফিরার পর দুই বার নিঃশব্দে এবং শেষে একবার সশব্দে এই দুআ পড়বেঃ-

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ، (সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস।)

অর্থঃ- আমি পবিত্রময় বাদশাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। *(আবূ দাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত ১২৭৪-১২৭৫নং)*

এই নামাযের শেষ রাকআতে রুকূর পূর্বে *(ইবনে আবী শাইবাহ ১২/৪১/১ আবু দাউদ, নাসাঈ (সুনান কুবরা) আহমাদ, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী, ইবনে আসাকের, ইবনে মান্দাহ (তওহীদ ৭০/২), ইরওয়াউল গালীল ৪২৬ নং)* অথবা পরে, হাত তুলে অথবা না তুলে নিম্নের দুআ কুনূত কখনো কখনো পড়তে হয়। *(সিফাতু সালাতিন নাবী ১৭৯পৃঃ টীকা নং৭ দেখুন, সহীহ ইবনে মাজাহ ৯৬৯, ৯৭০, ৯৭১, ৯৭২, ইরওয়া ৪২৬, মিশকাত ১২৯৪ নং)* (যেহেতু কুনূত পড়া জরুরী নয়। তাই ভুলে না পড়লে এর জন্য সাহ্ ও সিজদা করা এবং

দুআটি মুখস্থ না থাকলে এর পরিবর্তে 'ক্বুল' বা কোন সূরা পড়া বিধিসম্মত নয়। বরং বিনা কুনূতেও বিতর হয়ে যায়।)

দুআ কুনূত

اَللّٰهم اهْدِنيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ إِنَّه لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ لاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ (وَصَلَّى اللهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ).

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাহদিনী ফী মান হাদাইত্। অআ-ফিনী ফীমান আ ফাইত্। অতাওয়াল্লানী ফী মান তাওয়াল্লাইত্। অবা-রিকলী ফী মা আ'ত্বাইত্। অক্বিনী শার্রামা ক্বায্বাইত্। ফাইন্নাকা তাক্বয্বী অলা ইউক্বয্বা আলাইক্। ইন্নাহু লা য়্যাযিল্লু মাঁউ ওয়া-লাইত্। অলা য়্যাইয্যু মান আ'-দাইত্। তাবা-রাকতা রাব্বানা অতাআ'-লাইত্। লা মানজা মিনকা ইল্লা ইলাইক্। (অ স্বাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ।)

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হেদায়াত করে তাদের দলভুক্ত কর যাদেরকে তুমি হেদায়াত করেছ। আমাকে নিরাপদে রেখে তাদের দলভুক্ত কর যাদেরকে তুমি নিরাপদে রেখেছ, আমার সকল কাজের তত্ত্বাবধান করে আমাকে তাদের দলভুক্ত কর যাদের তুমি তত্ত্বাবধান করেছ। তুমি আমাকে যা কিছু দান করেছ তাতে বর্কত দাও। আমার ভাগ্যে তুমি যা ফায়সালা করেছ তার মন্দ থেকে রক্ষা কর। কারণ তুমিই ফায়সালা করে থাক এবং তোমার উপর কারো ফায়সালা চলে না। নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাস সে লাঞ্ছিত হয় না এবং যাকে মন্দ বাস সে সম্মানিত হয় না। তুমি বর্কতময় হে আমাদের প্রভু এবং তুমি সুমহান। তোমার আযাব থেকে তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই। আর আমাদের নবীর উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন। *(মিশকাত ১২৭৩ নং, আবু দাঊদ তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমী, ইরঃ ২/১৭২ "অলা ইয়াইয্যু মান আদাইত" বাইহাক্বীর বর্ণনা।)*

("লা মানজা--" ইবনে মান্দাহ (তওহীদ ৭০/২)র বর্ণনা। দেখুন মিশকাত ১/৩৯৮, টীকা ৪নং, সিফাতু সালাতিন্নাবী ৩৯৮-৩৯৯পৃঃ)

(দরূদের বর্ণনা করেছেন ঃ ইবনে খুযাইমাহ ১১০০নং, ইসমাঈল কাযী ১০৭নং, সিফাতু

সালাতিন্নাবী ১৮০পৃঃ)

প্রকাশ যে, দরূদসহ এই কুনূতে কাফেরদের উপর বদ্দুআ এবং মুসলিমের জন্য দুআ ও ইস্তিগফার করাও প্রমাণিত। (বিশেষ করে রমযানের কুনূতে)।

জামাআতে (তারাবীহর পর) দুআ কুনূত পড়লে ইমাম সাহেব 'নী' একবচনের স্থলে 'না' বহুবচন পড়বেন।

বিতরের কুনূতে কখনো কখনো এই দুআও পড়া যায় ঃ-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিরিয়া-কা মিন সাখাত্বিক, অবিমুআফা-তিকা মিন উক্বুবাতিক, অ আউযু বিকা মিন্‌কা লা উহ্‌সী ষানা-আন আলাইকা আন্তা কামা আসনাইতা আলা নাফসিক্।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার সন্তুষ্টির অসীলায় তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার ক্ষমাশীলতার অসীলায় তোমার শাস্তি থেকে এবং তোমার সত্তার অসীলায় তোমার আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার উপর তোমার প্রশংসা গুনে শেষ করতে পারি না, যেমন তুমি নিজের প্রশংসা নিজে করেছ। *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১২৭৬নং, ইরওয়াউল গালীল ২/১৭৫)*

এই কুনূতকে 'কুনূতে গায়র না-যেলাহ্' বলে; যা ফজরের নামাযে পড়া বিদ্‌আত। *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ১২৪১, মিশকাত ১২৯২নং, ইরওয়াউল গালীল ৪৩৫নং, মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ১৭/৬৮)* অবশ্য কোন গোষ্ঠীর জন্য দুআ অথবা বদ্দুআ করতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের শেষ রাকআতে রুকূর পরে হাত তুলে ইমাম দুআ করবেন *(বুখারী, আহমাদ, ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমাহ)* এবং পশ্চাতে মুক্তাদীগণ 'আমীন-আমীন' বলবে। *(আবু দাউদ, সিরাজ, হাকেম, দেখুন সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৭৮-১৭৯পৃঃ)* যাকে 'কুনূতে না-যেলাহ্' বলা হয়। যা কোন একটা নামাযের জন্য নির্দিষ্ট নয় *(আবু দাউদ, সিরাজ, দারাকুত্বনী, ঐ ১৭৯পৃঃ)* এবং যার দুআও ঐ দুআ নয়।

প্রকাশ যে, কুনূত বা কোনও দুআর শেষে মুখে হাত বুলানো বিদ্‌আত। কারণ, এ বিষয়ে বর্ণিত সমস্ত হাদীস যয়ীফ। *(যয়ীফ আবু দাউদ ২৬২নং, ইরওয়াউল গালীল ৪৩৩ ও ৪৩৪নং, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৭৮পৃঃ টীকা নং ৭)*

ঈদের নামায

ঈদের নামায জামাআত সহ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ দুই রাকআত। সুশালীন ইসলামী পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে কোন ময়দানে ঈদের নামায আদায় করবে মুসলিম। মহিলাগণও পর্দার সাথে ও কোন প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার না করে ঈদের নামায পড়ার জন্য ঈদগাহে উপস্থিত হবে। ঋতুমতী নারীরা নামাযে শরীক না হয়ে ঈদগাহের বাইরে থেকে, কেবল (নিঃশব্দে) তকবীর, দুআ পাঠ ও খুৎবা শ্রবণ ইত্যাদিতে শরীক হবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪৩১নং)* এ ছাড়া পৃথকভাবে একাকিনী বা জামাআত সহকারে কোন গৃহে বা মসজিদে মহিলাদের ঈদের নামায বিধিসম্মত নয়। অবশ্য কোন অসুবিধার ক্ষেত্রে পুরুষরা ঈদের নামায মসজিদে আদায় করতে পারে এবং তাদের পশ্চাতে অন্তরালে মহিলারাও। *(ফিকহুস সুন্নাহ উর্দু ১৯৮পৃঃ দ্রঃ)*

ঈদের সময় জামাআতী সমস্বরে তকবীর পাঠ বিদ্আত। *(মাজালিসু আশারি যিলহিজ্জাহ ১১পৃঃ অযাইফু আশারি যিলহিজ্জাহ ১৯পৃঃ ও ৯৫পৃঃ)*

খুৎবার পূর্বে যথানিয়মে নামাযী নামাযের জন্য নিয়ত করে কেবলামুখে দন্ডায়মান হবে। ইমাম তকবীর দিলে দুই হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত তুলে (নিঃশব্দে) তকবীর বলে বুকে বাঁধবে। প্রথম রাকআতে হস্তোত্তোলনের সাথে তকবীর দেবে। *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত ১৪৪১নং)* ইস্তেফ্তাহর দুআ (প্রথম তকবীরের পর অথবা) সপ্তম তকবীরের পর পড়বে। অতঃপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। ইমাম অন্য একটি সূরা পাঠ করবেন এবং মুক্তাদীগণ তা শ্রবণ করবে। এক রাকআত শেষ হওয়ার পর যথানিয়মে উঠে দন্ডায়মান হয়ে পর পর পাঁচ তকবীর দেবে এবং প্রত্যেক তকবীরের সাথে কান অথবা কাঁধ বরাবর হাত তুলবে। *(যাদুল মাআদ ১/৪৪৩, আল-মুমতে, ইবনে উষাইমীন ৫/১৮২)* তারপর সূরা ফাতিহা আদি পাঠ করে যথানিয়মে নামায শেষ করবে।

এর পর খুৎবা শ্রবণ করবে। ইমাম খুৎবার শেষে (হাত না তুলে) দুআ করলে 'আমীন-আমীন' বলবে এবং সবশেষে ভিন্ন পথে বাড়ি ফিরবে। এখানেও হাত তুলে জামাআতী মোনাজাত বিধিসম্মত নয়।

ঈদের নামায ছুটে গেলে অনুরূপ মহিলা জামাআতে যেতে না পারলে স্বগৃহে ঐ নামায কাযা পড়তে পারে। *(বুখারী, ফাতহুল বারী ২/৫৫০)*

জানাযার নামায

জানাযার নামায ফরযে কিফায়াহ্। কিছু লোক পড়লে বাকী লোকের গোনাহ হয় না। তবে বিরাট নেকী থেকে বঞ্চিত হয়। এই নামায পড়ার পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ-

ইমাম সাহেব মৃতকে কেবলার দিকে রেখে পুরুষের মস্তকের সোজা এবং মহিলার মধ্যস্থলে দন্ডায়মান হবেন। *(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১৬৭৯নং)* বাকী লোক পিছনে কাতার বাঁধবে। অতঃপর নিয়ত করে 'আল্লা-হু আকবার' বলে তকবীর দিয়ে দুই হাত কান বা কাঁধ বরাবর তুলে বুকের উপর যথানিয়মে ধারণ করবে। *(সহীহ তিরমিযী ৮৫৯নং)* ইস্তেফ্‌তাহর দুআ (সানা) না পড়ে 'আউযু বিল্লা-হি মিনাশ্‌ শাইত্বা-নির রাজীম, বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম' পড়ে সুরা ফাতিহা সহ অন্য একটি ছোট্ট সূরা নিঃশব্দে পাঠ করবে। *(বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মুনতাক্বা ইবনিল জারূদ ২৬৪, দারাকুত্বনী ১৯১নং, হাকেম ১/৩৫৮, ৩৮৬)*

ইমাম সশব্দে ক্বিরাআত করলে মুক্তাদী কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য সূরা শ্রবণ করবে। অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলে দুই হাত তুলে পুনরায় বেঁধে নামাযের ঐ দরূদ পাঠ করবে। অতঃপর তকবীর বলে দুই হাত তুলে *(বুখারী ৩/১৮৯, শাফেয়ী উম্ম্‌ ১/৪০, আহমাদ ৬/২৬৬, আব্দুর রাযযাক ৬৩৬০নং, ইবনে আবী শাইবাহ ৩/২৯৬, বাইহাক্বী ৪/২)* পুনরায় বেঁধে নিম্নের দুআ পাঠ করবে ঃ

اللهم اغْفِرْ لِحَيِنا وَمَيِتِنا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللهم مَنْ أَحْيَيْتَه مِنا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَيْتَه مِنا فَتَوَفَه عَلَى الإِيْمَانِ، اللهم لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَه، وَلاَ تَفْتِنا بَعْدَه.

উচ্চারণঃ- "আল্লাহুম্মাগ্‌ফির্‌ লিহাইয়িনা অ মাইয়িতিনা অ শা-হিদিনা অগা-ইবিনা অ সাগী-রিনা অ কাবী-রিনা অ যাকারিনা অ উনষা-না। আল্লাহুম্মা মান আহয়্যাইতাহু মিন্না ফাআহয়িহী আলাল ইসলা-ম। অমান তাওয়াফ্‌ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু আলাল ঈমান। আল্লাহুম্মা লা তাহ্‌রিমনা আজরাহু অলা তাফতিন্না বা'দাহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড়, পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ এবং যাকে মৃত্যু দেবে তাকে ঈমানের

উপর মৃত্যু দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ওর সওয়াব থেকে বঞ্চিত করো না এবং ওর পর আমাদেরকে ফিত্নায় ফেলো না। *(আহমাদ ২/৩৬৮, তিরমিযী, আবু দাউদ ৩২০১, ইবনে মাজাহ ১৪৯৮নং, হাকেম ১/৩৫৮, মিশকাত ১৬৭৫নং)*

কখনো কখনো এই দুআও পাঠ করবেঃ-

اللّٰهم اغْفِرْ لَه، وَارْحَمْه، وَعَافِه، وَاعْف عَنْه، وَأَكْرِمْ نزلَه، وَوَسعْ مَدْخَلَه، وَاغْسِلْه بِالْمَاءِ وَالثلج وَالْبَرِد، وَنَقه مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يَنقى الثوْبَ الأَبيضَ مِنَ الدَنَسِ، وَأَبدِله دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِه، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِه، وَأَدْخِلْـه الْجَنةَ، وَأَعِذْه مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النارِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লাহু অরহাম্‌হু অ আ-ফিহী অ'ফু আনহু অ আকরিম নুযুলাহু অ ওয়াস্‌সি' মাদ্‌খালাহু অগ্‌সিলহু বিল মা-ই অস্‌সালজি অল বারাদ। অনাক্বক্বিহী মিনাল খাত্বা-য়া কামা য়্যুনাক্বাস্ যাউবুল আবয়্যায়ু মিনাদ্ দানাস। অ আবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহ, অ আহলান খাইরাম মিন আহলিহ। অ আদ্‌খিলহুল জান্নাতা অ আইযহু মিন আযা-বিল ক্বাবরি অ আযা-বিন না-র।"

অর্থঃ আল্লাহ গো! তুমি ওকে মাফ করে দাও, ওর প্রতি দয়া কর, ওকে নিরাপত্তা দাও, ওকে মার্জনা করে দাও, ওর মেহেমানীকে সম্মানজনক কর, ওর প্রবেশস্থলকে প্রশস্ত কর, ওকে পানি, বরফ ও করকা দ্বারা ধৌত করে দাও। ওকে গোনাহসমূহ থেকে এমন পবিত্র কর যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। ওর ঘরের পরিবর্তে উত্তম ঘর এবং ওর পরিবারের পরিবর্তে উত্তম পরিবার দান কর। ওকে জান্নাত প্রবেশ করাও এবং দোযখ ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় দাও। *(মুসলিম, মিশকাত ১৬৫৫নং)*

মৃত মহিলা হলে 'আল্লাহুম্মাগফির লাহা--' (অর্থাৎ 'হু'এর স্থলে 'হা') বলবে। *(আল বিজাযাহ ফী তাজহীযিল জিনাযাহ ৯২পৃঃ)* মৃত ছোট শিশু হলে মাগফিরাতের দুআর পরিবর্তে নিম্নের দুয়া পঠনীয়;

اللهم اجْعَلْه لَنا سَلَفاً وَفَرَطاً وَأَجْراً.

উচ্চারণ, আল্লাহুম্মাজ আলহু লানা সালাফাঁউ অফারাতাঁউ অআজরা।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি ওকে আমাদের জন্য অগ্রগামী (জান্নাতে ব্যবস্থাকারী) এবং সওয়াব বানাও। *(বুখারী বিনা সনদে, ফাতহুল বারী ৩/২৪২, নাইলুল আউতার ৪/৬৪)*

অতঃপর চতুর্থবার হাত তুলে তকবীর বলে ডান দিকে *(দারাকুত্বনী ১৯১নং, হাকেম ১/৩৬০, বাইহাক্বী ৪/৪৩)* অথবা দুই দিকেই সালাম ফিরবে। *(বাইহাক্বী ৪/৪৩, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/৩৪)*

এটাই মৃতের জন্য তার আত্মার কল্যাণ কামনা করে সুপারিশমূলক দুআ। এর পর আর জামাআতবদ্ধভাবে হাত তুলে দুআ করা বিধিসম্মত নয়। বরং দাফন শেষ হলে কবরস্থ ব্যক্তির জন্য ফিরিশ্তার প্রশ্নের উত্তরে স্থিরতা ও প্রতিষ্ঠা চাইতে প্রত্যেকে একাকী দুআ করবে এবং কুরআনের কোন আয়াত সেখানে পাঠ করবে না। *(আহ্কামুল জানায়েয অবিদাউহা ৩১৮পৃঃ, আলবানী)* অতঃপর মড়াবাড়ির যিয়াফত গ্রহণ না করে বাড়ি ফিরবে। *(মুসনাদে আহমাদ ৬৯০৫নং, ইবনে মাজাহ ১৬১২নং)*

নামাযের কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়

❁❁❁❁

রোগীর নামায

জ্ঞান বর্তমান থাকা কাল পর্যন্ত কারোর উপর কোন অবস্থায় নামায মাফ নয়। রোগী দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারলে বসে, বসে না পারলে পার্শ্বদেশে শয়ন করে, না পারলে চিৎ হয়ে শয়ন করে, কেবলার দিকে মুখ ও পা করে নামায পড়বে। দাঁড়াবার সামর্থ্য থাকলে এবং বসতে না পারলে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। রুকূ ও সিজদা সাধ্যমত করবে। না পারলে মস্তক দ্বারা ইঙ্গিত করবে। রুকূর চেয়ে সিজদার সময় অধিক ঝুঁকবে। তা সম্ভব না হলে চোখের ইশারায় রুকূ-সিজদা করবে। রুকূর চেয়ে সিজদার ক্ষেত্রে চক্ষুকে অধিকতর নিমীলিত করবে। হাত বা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা বিধিসম্মত নয়। চোখের দ্বারাতেও ইশারা সম্ভব না হলে অন্তরে কিয়াম, রুকূ ও সিজদা আদির নিয়ত করে তকবীর ক্বিরাআত ও দুআ দরূদ পাঠ করবে।

রোগী প্রত্যেক নামায যথাসময়ে পড়বে। না পারলে যোহরকে আসরের সাথে এবং মাগরেবকে এশার সাথে জমা করে পড়বে। কিন্তু ফজরের নামায যথাসময়ে আদায় করবে। *(রাসায়েল ফিত্ ত্বাহারাতি অস্‌স্বালাহ ৪৩-৪৫ পৃঃ)*

মুসাফিরের নামায

মুসাফির নামায জমা ও কসর করবে। অর্থাৎ দূরবর্তী সফরে গেলে (যোহরকে আসরের সাথে অথবা আসরকে যোহরের সাথে এবং মাগরেবকে এশার সাথে অথবা এশাকে মাগরেবের সাথে জমা করে) চার রাকআতবিশিষ্ট নামায দুই রাকআত পড়বে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৩৩৩ নং)* অবশ্য সেখানকার স্থানীয় ইমামের পশ্চাতে পূর্ণ নামায পড়বে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৩৪৭নং)* সুন্নত পড়বে না। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৩৩৮নং)* তবে চাশ্ত, তাহাজ্জুদ, বিতর, ফজরের সুন্নত, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ইত্যাদি নামায পড়া বিধিসম্মত। *(বুখারী, মুসলিম ৬৮০, মিশকাত ১৩৪০নং)*

কাযা নামায

ভুলে গিয়ে বা ঘুমিয়ে থাকার কারণে অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ নামায কাযা হলে, যখনই স্মরণ হবে বা ঘুম ভাঙ্গবে অথবা সুযোগ হবে তখনই প্রথম সময়েই আদায় করে নেবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৬০৩, ৬০৪নং)* এর জন্য পরবর্তী কোন সময়ের বা যে নামায কাযা হয়েছে, সেই নামাযের ওয়াক্তের অপেক্ষা করবে না। অপবিত্র থাকলে ফজরের নামাযের পূর্বে বা যে কোন সময়ে গোসল করে ঠিক সময় মত নামায পড়বে। দেশীয় বা ঘরোয়া প্রথামত গোসলের সময় আসার অপেক্ষা করে নামায নষ্ট করবে না। যেমন, কোন মহিলা যদি আসরের পর বা এশার পর মাসিক থেকে পবিত্রা হয়, তবে তখনই গোসল করে নামায আদায় করবে। নচেৎ পরের দিন গোসলের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে ঐ নামাযগুলি কাযা পড়লেও গোনাহগার হবে। কোন নামাযের ওয়াক্তে মাসিক বন্ধ হলে, পরে আরো খুন আসতে পারে এই সন্দেহে গোসল না করে সেই নামাযের সময় আতিবাহিত করে থাকলে সন্দেহ কাটার পর গোসল করে ঐ নামাযসহ পরবর্তী নামাযও কাযা পড়বে। *(মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ২০/১৭৩, মাওয়াক্বীতুস সালাহ, ইবনে উষাইমীন ১৭পৃঃ)* ফজরের পূর্বে মাসিক বন্ধ হলে ঐ দিনের রোযা রাখবে। প্রসবের পর খুন বন্ধ হলেই যখন থেকে বন্ধ হবে - ৪০ দিন অতিবাহিত না হলেও - তখন থেকেই গোসল করে নামায-রোযা করবে। *(ঐ ২০/১৭৭)* অবহেলা বা লজ্জায় এত বড় ইবাদতকে গুল করে দেবে না। অসময়ে গোসল করা কোন লজ্জার কথা নয়। বিশেষ করে যে লজ্জায় পাপ হবে, তা বর্জন করা ওয়াজেব। অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রে লজ্জা ঈমানের অন্যতম অংশ।

অপবিত্র অবস্থায় নামায

অজান্তে বা ভুলে অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়ে নিলে স্মরণ হওয়ার পর নামায পুনর্বার পড়বে। ইমাম অপবিত্র থেকে নামায পড়লে যদি নামাযের মধ্যে স্মরণ হয়, তাহলে মুক্তাদীগণের একজনকে ইমাম বানিয়ে নামায ত্যাগ করে বেরিয়ে যাবেন এবং পবিত্র হয়ে নামায পড়বেন। নামাযের পর স্মরণ হলে ইমাম কেবল নামায পুনর্বার পড়বেন, মুক্তাদীদের নামাযে কোন ক্ষতি হবে না। *(আল মুমতে ৪/৩৩৯-৩৪১, কিতাবুদ দাওয়াহ, ইবনে বায ১/৯২পৃঃ)*

নামাযের অনুক্রম

যোহরের নামায কাযা থাকলে মসজিদে এসে যদি আসরের নামাযের জামাআত খাড়া দেখে, তাহলে যোহরের নিয়তে জামাআতে শামিল হবে। পরে আসরের নামায আদায় করবে। যেহেতু নামাযসমূহে অনুক্রম (তরতীব) ওয়াজেব এবং জামাআত চলাকালীন অন্য নামায হয় না, আর ইমামের নিয়ত ভিন্ন হলেও কোন ক্ষতি হয় না। সেই রূপ এশার নামায পড়তে এসে তারাবীহর জামাআত খাড়া দেখলে এশার নিয়তে জামাআতে শামিল হবে। দুই রাকআতে ইমাম সালাম ফিরলে উঠে একাকী আরো দুই রাকআত এশার পূর্ণ করে নেবে। *(মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ১৭/১৫, ৭৯)*

অবশ্য বর্তমান নামাযের সময় অতিক্রম হওয়ার আশঙ্কা থাকলে অনুক্রম (তরতীব) ওয়াজেব থাকে না। যেমন, যদি কারো এশার নামায কাযা থাকে এবং ঠিক সূর্যোদয়ের ক্ষণকাল পূর্বে ঘুম থেকে জাগে, তাহলে এ ক্ষেত্রে সে এশার নামায আগে না পড়ে ফজরের নামায পড়বে। কারণ, এশার নামায পড়তে গেলে ফজরের সময় ফওত হয়ে যাবে। সুতরাং ফজর পড়ে এশার কাযা পড়বে। *(মাওয়াক্বীতুস সালাহ, ইবনে উষাইমীন, ১৪পৃঃ মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ৫/২৯৭)*

জামাআতে পিছিয়ে-পড়া মুক্তাদীদের নামায

জামাআত চলাকালীন সময়ে মসজিদে এলে তকবীরে তাহরীমা পড়ে দুই হাত তুলে ইমাম যে অবস্থায় থাকেন, সেই অবস্থায় শামিল হবে এবং বর্তমানে ইমাম যা

করছেন, তাই করবে। যে রাকআত ইমামের সাথে পাবে, সেটা তার প্রথম রাকআত হবে। *(মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ১৭/৬৬, ১৮/১০৭)*

জামাআত চলাকালীন সময়ে মসজিদে এসে কাতারে জায়গা না পেলে অন্য আর একজনের অপেক্ষা করে পিছনে কাতার বাঁধবে। নিরুপায়ে একাকী পিছনে দাঁড়াবে। *(আহকামুল ইমামাতি অল ই'তিমাম ফিস স্বালাহ ৩০৪- ৩০৫পৃঃ)* প্রকাশ যে, কাউকে সামনের কাতার থেকে টেনে নেওয়ার হাদীস যয়ীফ। *(মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/৯৬, নাইলুল আওতার ৩/১৮৬, যয়ীফুল জামে ২২৬১নং)*

নামাযে ভুল হলে

ভুলবশতঃ এক বা দুই রাকআত নামায কম পড়ে সালাম ফিরে থাকলে যদি অল্প সময়ের (৫/৭ মিনিটের) মধ্যে মনে পড়ে, তাহলে বাকী নামায সম্পন্ন করে সালাম ফিরার পর তকবীর ও তসবীহ সহ দুটি সিজদাহ করে পুনরায় সালাম ফিরবে।

অবশ্য দীর্ঘ সময়ের পর মনে পড়লে নূতন করে পুরো নামাযটাই পুনরায় পড়তে হবে।

ভুলবশতঃ নামাযে এক রাকআত বা একটি সিজদাহ বা বৈঠক অতিরিক্ত হয়ে গেলে, সালাম ফিরার পর দুটি সাহও সিজদা করে পুনরায় সালাম ফিরবে।

নামায কোন রুক্ন (যেমন কিয়াম, রুকূ, সিজদাহ প্রভৃতি) ভুলে ত্যাগ করলে নামাযই হবে না। যে রাকআতের রুক্ন ত্যাগ করা হবে, সে রাকআত বাতিল গণ্য হবে। নামাযের মধ্যে হলে প্রথম রাকআতে রুক্ন ছেড়ে দ্বিতীয় রাকআতে মনে পড়লে, দ্বিতীয়কে প্রথম রাকআত গণ্য করে বাকী নামায সম্পন্ন করবে এবং সালাম ফিরার পর দুই সিজদা করে পুনরায় সালাম ফিরবে।

নামাযের মধ্যে কয় রাকআত হল - এই সন্দেহ হলে যে দিকের সঠিকতার ধারণা অধিক প্রবল হবে, তার উপর নামায শেষ করে সালাম ফিরার পর দুই সিজদাহ করে পুনরায় সালাম ফিরবে।

যদি দুই দিকের মধ্যে কোন দিকের সঠিকতার ধারণা প্রবল না হয়, তাহলে দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর আমল করবে। অর্থাৎ কমের উপর ভিত্তি করলে নামায অসম্পূর্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। সুতরাং সেই প্রত্যয়ের উপর বাকী নামায সম্পন্ন করে সালাম ফিরার পূর্বে দুটি সাহও সিজদা করে সালাম ফিরবে।

নামাযে প্রথম তাশাহহুদে (বৈঠকে) বসতে ভুলে গেলে, যদি সম্পূর্ণ উঠে খাড়া না হয়ে যায়, তাহলে পুনরায় বসে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ে নেবে এবং এতে সাহ্‌ও সিজদার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি সম্পূর্ণ খাড়া হয়ে যায়, তাহলে আর পুনরায় না বসে বাকী নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরার পূর্বে দুই সিজদাহ করে সালাম ফিরবে। প্রকাশ যে চার রাকআত পড়ে পাঁচ রাকআতের জন্য ভুলে উঠে সম্পূর্ণ খাড়া হয়ে গেলেও স্মরণ করানো বা হওয়ার সাথে সাথে বসে যাবে। কিন্তু প্রথম বৈঠকের জন্য স্মরণ করানো বা হওয়ার পরেও বসবে না।

তদনুরূপ ভুলবশতঃ যে কোন ওয়াজেব (যেমন রুকু সিজদার তসবীহ ইত্যাদি) ত্যাগ করলে ঐ একই নিয়মে সিজদা করবে। *(রাসায়েল ফিত ত্বাহারাতি অসস্বালাহ ৩৬-৩৮পৃঃ)*

ইমাম সাহ্‌ও সিজদাহ করলে মুক্তাদী ভুল না করলেও তার সাথে সিজদা করবে। ইমামের পশ্চাতে মুক্তাদী ভুল করলে যদি সে প্রথম রাকআত থেকেই ইমামের সাথে তাকে, তাহলে তাকে পৃথক্‌ভাবে সিজদা করতে হবে না। অবশ্য মাসবুক (জামাআতে পিছিয়ে-পড়া মুক্তাদী) হলে, ইমামের সালাম ফিরার পর তার বাকী নামায আদায় করতে উঠলে শেষে ভুল অনুসারে যথানিয়মে সিজদা করবে।

কিন্তু যদি ইমাম সালাম ফিরার পর সিজদা করেন তাহলে তাঁর সাথে মাসবুকের সাহ্‌ও সিজদা সম্ভব নয়। কারণ, সে সালাম ফিরতে পাবে না। তাই সে উঠে বাকী নামায আদায় করে শেষে যথানিয়মে সিজদা করে নেবে। অবশ্য সে যদি ইমামের ভুলের পর জামাআতে শামিল হয়ে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাকে সিজদা করতে হবে না। *(আহকামুল ইমামাতি অল ই'তিমাম ফিস স্বালাহ, আঃ মুহসিন আল মুনীফ ৩৫১-৩৫৩পৃঃ)* প্রকাশ যে নামাযের কোন রুক্‌ন ত্যক্ত হলে নামাযই হয় না। কোন ওয়াজেব ত্যক্ত হলে সাহ্‌ও সিজদাহ দ্বারা পূরণ হয়ে যায় এবং কোন সুন্নত ত্যক্ত হলে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না ও সাহ্‌ও সিজদার প্রয়োজন হয় না।

যাতে নামায বাতিল হয়

নামাযে ইচ্ছাকৃত (সামান্য হলেও) কথা বললে, সমস্ত দেহ সহ কেবলা থেকে অন্য মুখ হলে, ওযু নষ্ট হলে একটানা অধিক নড়া-সরা করলে, মৃদু হাসলে, রুকূ, সিজদা, কিয়াম বা বৈঠক একটিও বেশী করলে এবং ইচ্ছাকৃত ইমামের আগে আগে রুকূ সিজদা ইত্যাদি করলে নামায বাতিল পরিগণিত হয়। *(রাসায়েল ফিত ত্বাহারাতি*

অসস্বালাহ ৩৫পৃঃ)

নামাযের মধ্যে যা করা বৈধ

নামাযের মধ্যে কেউ সালাম করলে হাতের ইশারায় উত্তর দেওয়া, *(আবূ দাউদ ৯২৫নং)* হাঁচি বা ছিঁকি হলে 'আলহামদু লিল্লা-হি হামদান কাষীরান ত্বাইয়িবাম মুবারাকান ফীহি, মুবা-রাকান আলাইহি কামা ইউহিব্বু রাব্বানা অ য়্যারয়্যা' - এই দুআটি পড়া, *(সহীহ আবূ দাউদ ৭০০নং, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ৯৯২নং)* হাঁই এলে যথাসম্ভব দমন করা না পারলে মুখে হাত রেখে চাপা দেওয়া, *(বুখারী, মিশকাত ৯৮৬নং)* সিজদার স্থানে কাঁকর আদি থাকলে একবার হাত দিয়ে তা অপসারণ করা জায়েয। *(আবূ দাউদ ৯৪৬, বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৮০নং)*

কতিপয় আয়াতের জওয়াব

ক্বিরাআতের সময় সূরা কিয়ামাহ্‌র শেষ আয়াত ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴾ (অর্থাৎ যিনি এত কিছু করেন তিনি কি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?) পাঠ করলে (অথবা শ্রবণ করলে) বলবে, سُبْحَانَكَ فَبَلَى (সুবহা-নাকা ফাবালা), অর্থাৎ তুমি পবিত্র, অবশ্যই (তুমি সক্ষম)।

সূরা আ'লার প্রথম আয়াত, ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর) পাঠ করলে (অথবা শ্রবণ করলে) জওয়াবে বলবে, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা। অর্থাৎ আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি)। *(আবূ দাউদ ৮৮৩, ৮৮৪নং, বাইহাক্বী)*

সূরা রাহমানের এই আয়াত ঃ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার কর?) পাঠ করলে (অথবা শ্রবণ করলে) বলবে,

لاَ بِشَيْءٍ مِنْ نَعِمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، فَلَكَ الْحَمْدُ.

উচ্চারণঃ- লা বিশাইইম মিন নিআ'মিকা রাব্বানা নুকাযযিবু, ফালাকাল হাম্‌দ্‌।

অর্থঃ- তোমার নেয়ামতসমূহের কোন কিছুকেই আমরা অস্বীকার করি না হে আমাদের প্রতিপালক! *(তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২ ১৫০নং)*

নামাযের মধ্যে অন্য চিন্তা এলে

নামাযের মধ্যে অন্য কোন চিন্তা বা খেয়াল এলে, 'আউযু বিল্লা-হি মিনাশ্‌ শাইত্বা-নির রাজীম' পড়ে বাঁ দিকে তিন কার হালকা থুতু মারবে। এতে চিন্তা দূর হবে এবং নামাযে মনোযোগ আসবে। *(মুসলিম, আহমাদ, মিশকাত ৭৭নং)*

ইমাম ক্বিরাআত ভুল করলে

ইমাম ক্বিরাআত ভুল করলে ভুল ধরিয়ে দেবে। *(আবু দাউদ ৯০৭নং, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১২৮-পৃঃ)* অন্যান্য ভুলে পুরুষ 'সুবহা-নাল্লা-হ' বলে এবং মহিলা হাততালি দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৮৮ নং আবু দাউদ ৯৪০নং)*

নামাযের মধ্যে অবৈধ আচরণ

নামাযের মধ্যে চোরা দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকানো, দৃষ্টি-আকর্ষক বা ভারী বস্তু সঙ্গে রাখা বা বহন করা, কোমরে হাত রাখা, দুই হাতের আঙ্গুলকে খাঁজাখাঁজি করা, নাক বা দাড়ি নিয়ে খেলা বা অযথা হেলা-দুলা মাকরূহ। *(রাসায়েল ফিত ত্বাহারাতি অস-স্বালাহ, ইবনে উষাইমীন ৩৪পৃঃ)*

শেষ কথা

পরিশেষে প্রত্যেক নামাযীর জেনে রাখা উচিত যে, সর্বনাশা দুর্ভোগ (অর্থাৎ দোযখের এক উপত্যকার বাসস্থান) সেই সমস্ত নামাযীদের, যারা তাদের নামায

সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোককে দেখানোর জন্য নামায পড়ে এবং গৃহস্থালির নিত্য প্রয়োজনীয় ছোটখাটো সাহায্য দানে বিরত থাকে।

(সূরা মাউন, আয়াত ৪-৭)

।। সমাপ্ত ।।